CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 April, 2023 ■ আগরতলা ১৫ এপ্রিল, ২০২৩ ইং ■ ১ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাংলাকে গ্রাস করে নিচ্ছে পাশ্চাত্য

● পরিতোষ বিশ্বাস ●

বড় বিষন্ন হৃদয়। বঙ্গাব্দের একটি বছর নানা ঘটনা, বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিদায় নিল। যাত্রা শুরু হল নতুন বছর ১৪৩০ বঙ্গাব্দের। বঙ্গাব্দের সাথে বাংলা ভাষাভাষি জনমানসের আবেগ ও গর্বের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। যেই ইতিহাস বাংলাকে সারা ভারতবর্ষে এমনকি বিশ্বের দরবারে বিশেষ আসন দিয়েছে। যে বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত বিশ্ব বন্দিত কবি সারা বিশ্বকে বিকশিত করেছেন। নেতাজী সুভাষ, ক্ষুদিরাম বসু, মাতঙ্গিনী হাজরা সহ বহু স্বাধীনতা যোদ্ধা বাংলা উপহার দিয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার অবদান কত বেশী তা ইতিহাসে উল্লেখ আছে। বলা হত 'বাংলা আজ যা ভাবে ভারত ভাবে কাল'। এই বাংলা ও বাঙালীর আজ অস্তিত্বের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আমরা ইংরেজি নববর্ষে যতবেশী আপ্লুত হই বাংলা নববর্ষে আমাদের প্রাণ সেইভাবে জেগে উঠে না। আমি ইংরেজিকে অসম্মান করছি না। এই ভাষার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। বিশ্ববন্দিত এই ভাষা ছাড়া আমরা পিছিয়ে থাকব এই সত্যকেও আমি অস্বীকার করব না। আমি অস্বীকার করব না ইংরেজি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি একটি আবশ্যিক ভাষা। কেন্দ্র সরকার চেষ্টা করছে মেডিকেল শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দি ভাষাকে পাঠ্যসূচির অন্তর্গত করতে। ইংরেজ আমল থেকে আজ অব্দি মেডিকেল ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি প্রাধান্য পেয়েছে। সুতরাং ইংরেজিকে বর্জন করে বাংলাকে প্রাধান্য দেয়ার মধ্যে তেমন যুক্তি নেই। কিন্তু, বাংলাকে অবহেলা করা, বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি না করে ইংরেজির প্রতি বা হিন্দি ভাষার প্রতি অনুরাগ যুক্তিগ্রাহ্য নয় বলেই আমি মনে করছি। আজ আমরা বাংলা ভাষা নিয়ে মাতামাতি করতে পারি না। কারণ, ইংরেজি সরকারি অফিসগুলিকে গ্রাস করেছে। ত্রিপুরায় ইংরেজি, বাংলা ও ককবরক সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু, কোন সরকারি অফিস বাংলা এবং ককবরকে কাজ করে না। ধরে নেয়া গেল ককবরক ভাষা এখনও আঁতুড় ঘরে। এই ভাষার হরফ বিতর্কই শেষ হল না। বাংলা না রোমান এই টানাপোড়েনে ককবরক ভাষা কার্যত আঁতুড় ঘরেই পড়ে রইল। কিন্তু, বাংলা ভাষার যে ইতিহাস তার যে বিস্তৃত পরিধি সেটা আরও আঞ্চলিক ভাষার থেকেও সমৃদ্ধ।

আমাদের গর্ব করার বিষয় একটি রাষ্ট্র বিশ্বে রয়েছে যে দেশ বাংলা ভাষাভাষি দেশ বাংলাদেশ। আমাদের প্রতিবেশী। আমাদের দেশের অন্যতম বৃহৎ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা ভাষাভাষিদের কাছে অনেক বেশী গর্বের। কারণ, আমাদের দেশে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষি মানুষ রয়েছেন। ত্রিপুরায় সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মানুষ বঙ্গভাষি। এখানে উপজাতিদের একটা বড় অংশ বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারেন। উপজাতি নেতাদের অনেকেই বাংলা ভাষায় বক্তব্য রাখেন। সুতরাং বাংলা ভাষা একেবারেই দুর্যোগে পড়েছে এমন বলার সুযোগ নেই। তবে, শংকা এখানেই যে আগামী প্রজন্ম বাংলা ভাষাকে কতখানি গ্রহণ করবে, লালিত করবে? লক্ষ্যণীয় এখানেই যে, বাঙালী অংশের মানুষের মধ্যে ইংরেজির প্রতি ঝোঁক বাড়ছে। তাদের সন্তানদের ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করার প্রবণতা দিনেদিনেই বাড়ছে। এক্ষেত্রে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলি কার্যত জীর্ণতার শিকার হয়েছে। অতীতে দেখা গিয়েছে, আমাদের শৈশবে স্কুলের গন্ডিতে ইংরেজি এবং বাংলা দুটো ভাষাকেই জোর দেওয়া হত। তখন এইসব স্কুলের ছাত্ররাই ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে সাফল্যের নজির রেখেছে। দেশ শাসন করেছে। বড় বড় বৈজ্ঞানিক ডাক্তার হয়েছেন। এঁরা নিজের মাতৃভাষাতে যতটা দক্ষ ইংরেজিতে ততটাই পারঙ্গম। বাংলা ভাষার বিশাল সাহিত্যের ভান্ডার রয়েছে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কপাল কুন্ডলা, বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠ সহ বিভিন্ন উপন্যাস বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। আনন্দমঠে আছে স্বাধীনতা আন্দোলনের উন্মাদনা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আম্বেদকর জয়ন্তীতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহা আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ প্রদান করেন। ছবি নিজস্ব।

ধর্মনগরে মহিলার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। ভবঘুরে মহিলার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ধর্মনগরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুক্রবার ভোরে নজরে আসা ওই ঘটনায় দমকল কর্মী এবং স্থানীয় মানুষের ধারণা, রাস্তার ধারে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে হয়তো গাড়ি চাপা দিয়েছে। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

শুক্রবার সকালে ধর্মনগর শহরে জুড়ি ব্রীজের পাশে রাস্তার ধারে ভবঘুরে মহিলাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন এক অটো চালক। তিনি দেখে ধর্মনগর দমকল বাহিনীকে খবর দেন। দমকল কর্মীরা খবর পেয়ে ছুটে এসে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু, হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা দেন। জনৈক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নববর্ষে ভর্তুকি মূল্যে ইলিশ বিক্রির আয়োজন সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। নববর্ষে বাঙালির পাতে ইলিশ পড়ুক, সেই লক্ষ্যে বিরাট আয়োজন করেছে ত্রিপুরা সরকার। বাংলা নববর্ষে ১৫টি বিপনী কেন্দ্রে ভর্তুকি মূল্যে ত্রিপুরার মৎস্য দফতর ইলিশ বিক্রির ব্যবস্থা করেছে। মৎস্য মন্ত্রী সুধাংশু দাস জানিয়েছেন, বাংলা নতুন বছরে আম জনতার কাছে ইলিশ সহজলভ্য হোক, সেই উদ্দেশ্যেই এই আয়োজন করা হয়েছে। কারণ, বাঙালির কাছে ইলিশের চেয়ে জনপ্রিয় অন্য কোন মাছ নয়।

তাঁর কথায়, প্রত্যেক বছর বাংলা নববর্ষ এবং বিজয়া দশমীতে ইলিশের বাজার মূল্য সাধারণের হাতে প্রচন্ড ছ্যাকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যোগাযোগের ক্ষেত্রে ত্রিপুরাসহ পূর্বোত্তর বহু দূরে এগিয়ে গিয়েছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৪ এপ্রিল।। গুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে একদিনের সফরে শুক্রবার অসমের গুয়াহাটি এসেছেন প্রধানমন্ত্রী। হাসপাতালের উদ্বোধন থেকে শুরু করে বিহু উৎসব। অংশ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বিহু অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যোগাযোগের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সহ উত্তরপূর্বাঞ্চল বহু দূর এগিয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে এইমস এর উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আগামী বছরগুলিতে ২৪টি মেডিকেল কলেজ হবে অসমে। এই মেডিকেল কলেজগুলিতে ত্রিপুরা সহ গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রোগীরা পরিষেবা নিতে পারবেন।

বিহু উৎসব এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারতের প্রতিফলন, এই উৎসব 'সব কা প্রয়াস'-এর সঙ্গে উন্নত ভারতের আমাদের সংকল্প পূরণ করার এক অনুপ্রেরণা। এই আবেগেই আজ অসম সহ সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করা হয়েছে। মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। গুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে একদিনের সফরে আজ শুক্রবার অসমের গুয়াহাটি এসেছেন প্রধানমন্ত্রী। সফরের অংশ হিসেবে আজ সন্ধেয় গুয়াহাটির সরুসজাই স্টেডিয়ামে আয়োজিত সর্ববৃহৎ সমবেত বিহু অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী জমায়েত ১১,৩০৪ জন বিহু শিল্পী সহ বহু সহস্র জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

গুয়াহাটির শংকরদেব কলাক্ষেত্রে গৌহাটি হাইকোর্টের প্ল্যাটিনাম জুবিলির সমাপণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সন্ধে বেলায় সরুসজাই স্টেডিয়ামে আয়োজিত বিহু উদযাপন অনুষ্ঠানে অসমিয়া জাতির স্বাভিমান গামোচা, ঝাঁপি, পেঁ-পেঁ দিয়ে সুসজ্জিত খোলা রথে উঠে গোটা স্টেডিয়াম ঘুরে বিহু শিল্পীদের অভিবাদন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রথে তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। সরুসজাইয়ের অনুষ্ঠানে অসমিয়া ভাষায় রাজ্যবাসীকে সম্বোধন করে রঙালি বিহুর শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী। ভাষণের শুরুতে তিনি বলেন, 'আমি অসমবাসীলৈ রঙালি বিহুর শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।' রঙালি বিহুর শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী রূপকোঁ ওর জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার বিখ্যাত কবিতা 'বিশ্ববিজয়ী নওজওয়ান, বিশ্ববিজয়ী নওজওয়ান, শক্তিশালিনী ভারতর, ওলাই আহাঁ, ওলাই আহাঁ, সন্তান তুমি বিপ্লবর। সমুখ সমর সমুখতে, মুক্তি যুঁজারু হুঁশিয়ার, মৃত্যু বিজয় করিব লাগিব, স্বাধীনতার খুলি দুয়ার, অগ্নিবৃষ্টি আহিব লাগিছে, গরজিছে বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি ভূমিকম্প, হব সহস্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যেও আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হয় ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১৩৩ তম জন্মজয়ন্তী। সরকারি দপ্তর এবং বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে দিনটি বিশেষভাবে উদযাপন করা হয়। শুক্রবার ভারতের সংবিধান প্রণেতা তথা ভারতরত্ন ডঃ বি আর আম্বেদকর ১৩৩ তম জন্মজয়ন্তী যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপন করা হয়। দিনটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে সংগঠনগুলি আয়োজন করেছে।

এদিন সকালে রাজধানীর উজ্জয়ন্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাবুরবাজারে জমি বিবাদের জেরে মারপিটে গুরুতর আহত চারজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। বাবুরবাজারে জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে মারপিটের ঘটনায় গুরুতর আহত ৪ ,যার মধ্যে একজনের অবস্থা সংকটজনক। সংবাদে প্রকাশ শ্রীনাথপুর ১ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা ফয়ারুন বিবির পৈত্রিক সম্পত্তি রয়েছে শ্রীনাথপুর ১ নং ওয়ার্ড এলাকায়।

অভিযোগ ওই একই এলাকার বাসিন্দা আমির আলী উনার জায়গা বিক্রি করে দেয়। আর এতেই ঘটে বিপত্তি। এতে করে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন ফয়ারুন বিবির পরিবার। তিনি বলেন আমার জায়গা তুমি কাকে জিজ্ঞাসা করে বিক্রি করেছ। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। পাশাপাশি একাধিকবার সালিশি সভাও হয়। কিন্তু কোন সমাধান হয় নি। উক্ত বিষয় নিয়ে ইরানি থানায় সালিশি সভার কথা থাকলেও কোন ১ অজ্ঞাত কারণে সালিশি সভা হয় নি।

বাবুরবাজারে হঠাৎ করে আমির আলী এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা মিলে ফয়ারুন বিবির চার পুত্রকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মারপিট চালায়। এতে করে চার পুত্র গুরুতর ভাবে আহত হয়। স্থানীয়রা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে খবর পাঠায় কৈলাশহর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি ছুটে যায় কৈলাশহর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। গিয়ে গুরুতর আহত চার যুবককে উদ্ধার করে কৈলাশহর উনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। চারজনের মধ্যে একজনের অবস্থা সংকটজনক।

তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতাল থেকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। অন্যদিকে বাকি তিনজনের চিকিৎসা চলছে জেলা হাসপাতালে। আহত চার যুবকের নাম হল যথাক্রমে মহরম আলী জায়ফর আলী হোসন আলী মুস্কুর আলী ঘটনার তদন্তে ইরানি থানার পুলিশ।

তেলিয়ামুড়ায় আগুনে পুড়ল ছয়টি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ এপ্রিল।। চৈত্র মাসের শেষ দিন ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুড়ল একাধিক দোকান ঘর। ঘটনার তেলিয়ামুড়া মহকুমার ত্রিশাবাড়ি ও গামাই বাড়ি এলাকায়। বছরের শেষদিন রহস্যজনক এই অগ্নিকান্ডের ঘটনা নিয়ে নানা গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। দমকল কর্মীরা জানান, অগ্নিকান্ডের খবর শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চৈত্র হাটে জাল নোট সহ আটক এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। চৈত্র মেলা থেকে জাল নোট সহ একজনকে আটক করল পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। আটক ব্যক্তির নাম রতন দেব। জানা গেছে তার মূল বাড়ি কমলপুর।

কিন্তু বর্তমানে কৃষ্ণনগর নিউ বয়েজ ক্লাব এলাকায় ভাড়া থাকেন। তার কাছ থেকে প্রথমে ৫ হাজার টাকা উদ্ধার হয়। এরপর জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে আরো ৫০০ টাকার জাল টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। সব মিলিয়ে রতন দেবের কাছ থেকে ৫৫০০ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে ওরিয়েন্ট চৌমুহনী এলাকা থেকে জ্বাল নোট সহ তাকে আটক করা হয়। জ্বাল নোটের উৎস সন্ধানে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ছুটি

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আজ শনিবার জাগরণ ও রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর কর্মীদের ছুটি। তাই কাল রবিবার জাগরণ প্রকাশিত হবে না।

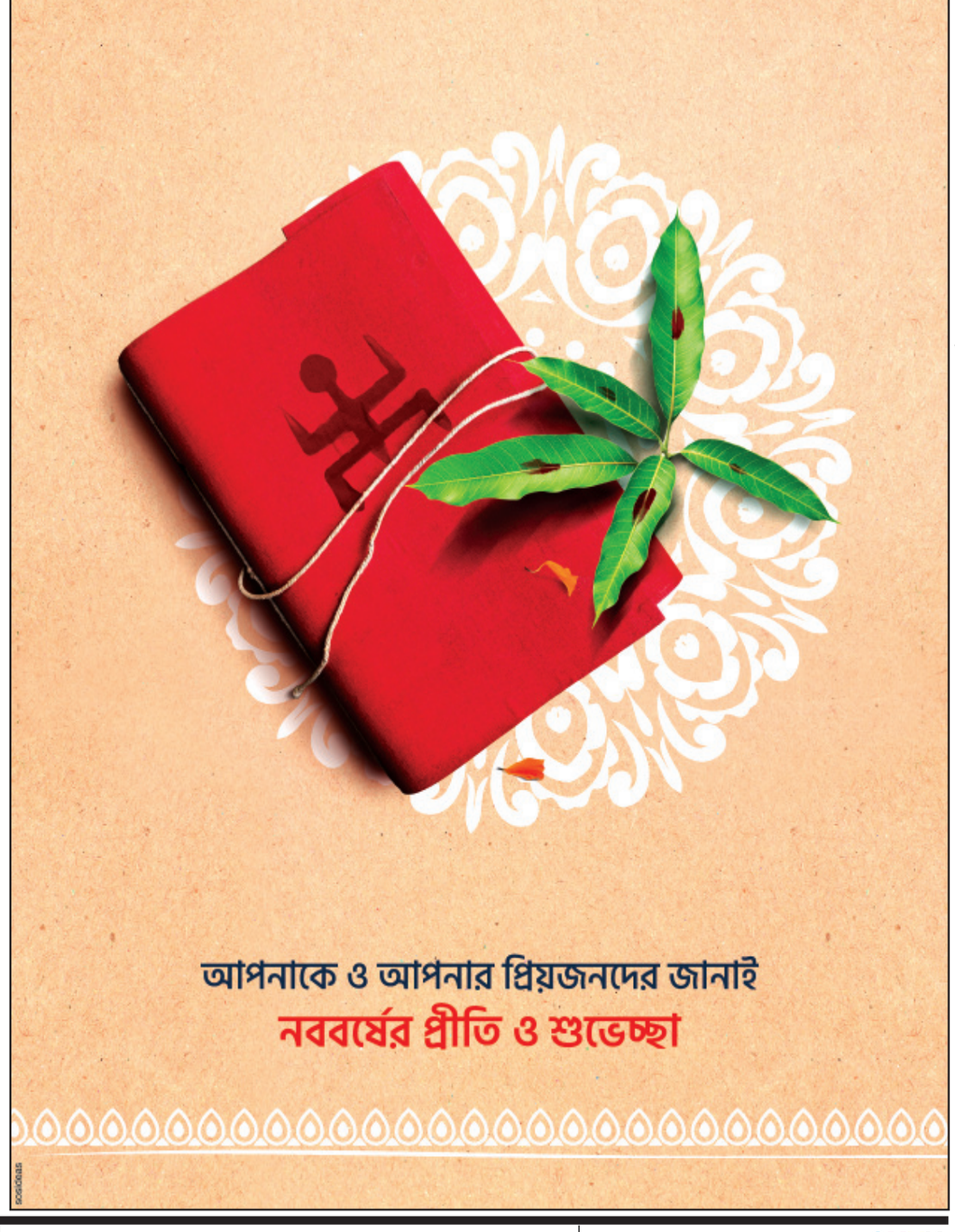

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৯ ◻ সংখ্যা ১৮৪ ◻ ১৫ এপ্রিল ২০২৩ইং ◻ ১ বৈশাখ ◻ শনিবার ◻ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

স্বাগত শুভ নববর্ষ

ক্যালেন্ডারের পাতায় পুরাতনকে বিদায় এবং নতুনকে স্বাগত জানানোর রীতিনীতি আদি অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। বাংলা নববর্ষ বাঙ্গালীদের অন্যতম প্রধান উৎসব। এই উৎসবে মাতিয়া উঠেন বাঙ্গালী প্রাণ সকল অংশের মানুষ। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বাহারি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়া থাকে। বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্যকে বজায় রাখিতে আন্তরিকতার কোন ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু ত্রিপুরা সহ ভারতের বাঙ্গালী অধ্যুষিত বিভিন্ন রাজ্যে বাংলা নববর্ষ পালনে অনেকটাই খামতি পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহার মূল কারণ অত্যধিক পরিমাণে পশ্চিমী সংস্কৃতির ঝোক। বাঙালি হইয়াও আমরা বাংলা নববর্ষের চাইতে ইংরেজি নববর্ষকে অধিক গুরুত্ব দিয়া থাকিতে। বাঙালি প্রাণ মানুষ হিসেবে ইহা কোনভাবেই কাম্য হইতে পারে না। বাঙ্গালীদের মধ্যে এই ধরনের মানসিকতা সৃষ্টি হওয়ায় বাংলা ভাষার মর্যাদাহানি হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। যেভাবে ইংরেজি শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হইতেছে ঠিক সেই ভাবে বাঙালি প্রত্যেক মানুষ যদি তাদের নবপ্রজন্মকে বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট করিতেন তাহা হইলে আজ এই প্রশ্ন ওঠিত না। সময়ের টানে, প্রয়োজনের তাগিদে ইংরেজি ভাষা নিশ্চয়ই শিখিবে। কিন্তু তাই বলিয়া বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা কোনোভাবেই মানিয়া নেওয়া যাইতে পারে না। এই ধরনের মানসিকতা হইতে আমরা যদি সঠিক পথে ফিরিয়া আসিতে না পারি তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্য বজায় রাখিতে মোটেও উৎসাহিত হইবে না। এমনকি বাঙ্গালীদের কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা প্রশ্ন চিহ্নে আসিয়া দাঁড়াইবে। এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমাদেরকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। বাংলা শুভবর্ষে এই ব্যাপারে আমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিতে হইবে।

পুরোনোকে ফেলিয়া বছর ঘুরিয়া আবারও চলিয়া আসিল পহেলা বৈশাখ। বাংলা নববর্ষ আমাদের সংস্কৃতিতে কিভাবে আসিল তাহা জানগতে হইলে আমাদের অবশ্যই বাংলা নববর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে জানিতে হইবে। পহেলা বৈশাখ বা পয়লা বৈশাখ পালন করা হয় বাংলা বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে। এই বাংলা বছর বা বাংলা পঞ্জিকা কিভাবে আসিল? প্রথমে সৌর পঞ্জি অনুসারে বাংলা মাস পালিত হইতো অনেক প্রাচীনকাল থেকেই। কল্যাণ ও নতুন জীবনের প্রতীক হইল নববর্ষ। অতীতের ভুল ত্রুটি ও ব্যর্থতার গ্লানি ভুলে নতুন করিয়া সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় পালিত হয় নববর্ষ। আলোকে-প্লাবনে পৃথিবী উদ্ভাসিত হয়। পাখি গান গায়। গাছে গাছে শিহরণ জাগে। কিন্তু তবু এ দিনটি অন্য দিনগুলোরে চেয়ে স্বতন্ত্র বিশিষ্ট। প্রাত্যহিক তুচ্ছতার উর্ধচারী। বর্ষ-প্রদক্ষিণের পথে এ দিনটি বিশেষ তাৎপর্যে মহিমাভাস্বর। এ দিনটি আমাদের কাছে মুক্তির বার্তা

বইয়ে আনে। মুক্তি প্রাত্যহিকতার জীর্ণ জীবন থেকে, মুক্তি প্রতিদিনের ক্ষুদ্র, আত্মসর্বস্ব জীবনের গণ্ডি থেকে। মুক্তি চিত্তের, দীনতা ও হতাশা থেকে। প্রতিদিনের জীবনে আমরা ক্ষুদ্র। নববর্ষের পুণ্য — প্রভাতে আমরা মহৎ। এ দিন আমাদের কাছে পরম আশ্বাসের, পরম প্রার্থনার।

এই পুণ্য দিনে আমরা লাভ করি এক মহাজীবনের উদার সান্নিধ্য। বর্ষারম্ভের পুণ্য-মুহূর্তে নবোদিত সূর্যের আলোকের ঝরনা ধারায় আমরা শুচিত হইয়া অনুভব করি পরম প্রেমময়ের আনন্দ-স্পর্শ। আমাদের স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্রতার নির্মোক ভাঙিয়া আমরা সেদিন মিলনের উদার উৎসব প্রাঙ্গণে আসিয়া সম্মিলিত হই। আমাদের হৃদয় কোন অসীমের রাজ্যে, কোন অনির্বচনীয় আনন্দের অভিমুখে ধেয়ে চলে। নববর্ষের পুণ্য-প্রভাতে আমাদের নিজেদের মধ্যে সর্বজয়ী মানবশক্তি উপলব্ধি করার দিন। মানুষের জীবন থেকে চিরতরে হারাইয়া গেল সুখ-দুঃখে গড়া একটি বছর। কিন্তু তাডহার জন্য শোকে নয়- যাহা এলো, যাহা অনাগত সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল, তাহাকে আবাহন করার দিন এ দিন।

পহেলা বৈশাখ অতীতের সুখ-দুঃখ ভুলিয়া গিয়া নতুনের আহ্বানে সাড়া দিয়া ওঠে। জানে এ নতুন অনিশ্চিতের সুনিশ্চিত সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। তাই মন সাড়া দেয়, চঞ্চল হয়। নতুনকেগ্রহণ করিবার প্রস্তুতি নেয় ।নববর্ষের উৎসব গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতেভাবে জড়িত, ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নববর্ষে পল্লি অঞ্চলের কোথাও কোথাও বেশ বর্ণাঢ্য মেলা বসে। মেলার বিচিত্র আনন্দ-অনুষ্ঠানে, কেনা-বেচার বাণিজ্যিক লেনদেনে, মিলনের অমলিন খুশিতে, অবারিত আন্তর প্রীতির স্পর্শে নববর্ষের বিশেষ দিনটি মুখর হইয়া ওঠে। এই পুণ্য দিনেই শুরু হয় ব্যবসায়ীদের হালখাতার শুভ মহরত। প্রায় প্রতি বিক্রয়প্রতিষ্ঠানেই ক্রেতাদের মিষ্টান্ন সহযোগে আপ্যায়ন করা হয়। সর্বত্রই এক মধুর প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ। এ ছাড়া দরিদ্র ভাজেনে, নৃত্য-গীতে, সভা-সমিতিতে, আনন্দে-উৎসবে বছরের প্রথম দিনটি মহিমোজ্জ্বল হইয়া ওঠে। গৃহস্থরাও নানাবিধ অনুষ্ঠানব্রতে পুণ্য দিনটিকে স্মরণীয় করিয়া মাতিয়া ওঠে। পল্লির কোথাও কোথাও রচিত হয় নববর্ষ উদযাপনের উৎসব-মঞ্চ। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আমাদের জীবনেতিহাসের সার্বিক পটভূমিতে এ দিবসের নববর্ষের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। আমাদের জাতীয় চেতনা অর্থাৎ বাঙালি সত্তার সঙ্গে পহেলা বৈশাখের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতির অস্থিমজ্জার সঙ্গে একাকার হইয়া আছে বাংলা নববর্ষের মাহাত্ম। রূপকথার জিয়ন কাঠির মতো এ দিনটির মর্মস্পর্শে দূরীভূত হয় পুরনো দিনের সকল জরাজীর্ণতা। নতুনের ছোঁয়ায় রঙিন হইয়া ওঠে বাঙালির ক্লান্ত-শ্রান্ত জীবন। প্রতিবছর এ দিনটি আমাদের সামনে হাজির হয় নতুনের বার্তা- আশার আলো নিয়ে। তাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছেই দিনটি হইয়া উঠে উৎসবমুখর। প্রতিটি সম্প্রদায়ের রহিয়াছে নিজস্ব ধর্মীয় উৎসব। এগুলোরে অধিকাংশই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর আনন্দ অনুষঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত, কিন্তু পহেলা বৈশাখই একমাত্র উৎসব যাহা কোনো ধর্মের বা গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি গোটা জাতির তথা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অখণ্ড বাঙালি জাতির উৎসব। পহেলা বৈশাখের অনুষঙ্গে দেশের সকল মানুষ একই সময় অভিন্ন আনন্দ-অনুভূতিতে উদ্বেল হইয়া পড়ে। তারা নিজেদের মনে করে এক অখণ্ড সত্তা রূপে। ফলে জাতিগত সংহতি ও ঐক্য সুদৃঢ় হয়ে মানুষে মানুষে, ধর্মে ধর্মে, বর্ণে বর্ণে দূরত্ব কমিয়া আসে। নববর্ষ পরিণত হয় একটি সার্বজনীন অনুষ্ঠানে।

আজ উৎসবের অঙ্গে যুগ-পরিবর্তনের ছাপ স্পষ্ট। উৎসবে যেখানে একদা হৃদয়-আবেগের প্রাধান্য ছিল, ছিল প্রীতিময় আন্তরিকতা, আজ কৃত্রিমতা তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। সেখানে হৃদয়হীন আচার-অনুষ্ঠানের মাতামাতি। চোখ-ঝলসানো চাকচক্য আজ উৎসবের বৈশিষ্ট্য। নাগরিক সভ্যতার যান্ত্রিকতা আজ আমাদের হৃদয়-ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করিয়াছে। নির্বাসিত করিয়াছে শুষ্ক, নিষ্প্রাণ জড়জগতে। উৎসবে তাই আজ আমাদের হৃদয়-দৈন্যের নগ্নতা। উৎসবের মহতী কল্যাণী রূপটি তাই আজ আমাদের কাছে অনুদ্ভাসিত ।নববর্ষের উৎসব-অনুষ্ঠানেও আজ আন্তরিক প্রীতির অনেক অভাব। মাইকে চটুল গানের বাড়াবাড়ি। সেখানেও উল্লাস মত্ততার চিত্র। সেখানে আমাদের হৃদয়-সংকুচিত, আমাদের দ্বার রুদ্ধ। বর্ষবরণ উৎসবেও দীপালোকের উজ্জ্বলতা, খাদ্য-প্রাচুর্য, আয়োজন-বৈচিত্র্য। সেখানে আমাদের শুষ্কতা, আমাদের দীনতা, আমাদের নির্লজ্জ কৃপণতারই প্রকাশ। তাই আজ এই সর্ব-বন্দনার পুণ্য-মুহূর্তে আমাদের মনে রাখিতে হইবে, সমারোহে সহকারে আমোদে প্রমোদে করায় আমাদের উৎসব কলা কিছুমাত্র চরিতার্থ হয় না। তাহার মধ্যে সর্বদলের আন্তরিক প্রসন্নতা ও ইচ্ছাটুকু না থাকিলেই নয়। নববর্ষে যেন ফিরে পাই আমাদের সেই হৃত-গৌরব। আবার যেন আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে আন্তরিক প্রসন্নতা ও কল্যাণী ইচ্ছার ভাবরসে। আবার যেন আমরা বর্ষারম্ভের উৎসবে খুঁজে পাই মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিবার মহত্ত্ব। আজ নববর্ষ উৎসব 'সত্যের গৌরবে, প্রেমের গৌরবে, মঙ্গলের গৌরবে, নির্ভীক মহত্বের গৌরবে' উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক ।নববর্ষ সমগ্র মানুষের কাছে নবজীবনের দ্বার উন্মোচিত করিয়া দিক। নতুন বছর যেন মুষ্টিমেয় ধনীর ভোগবিলাসের সঙ্কীর্ণ উল্লাসে পরিণত না হয়। দারিদ্র্য লাঞ্ছিত পীড়িত মানুষের নিষ্ফল বিলাপে যেন পৃথিবী বিষন্ন না হইয়া ওঠে। যুদ্ধদীর্ণ বিশ্বের পাশবশক্তির তাণ্ডব যেন শান্তির শুভশক্তির কাছে পরাভূত হয় ।আসুন পহেলা বৈশাখকে সামনে রাখিয়া আমরা আমাদের মধ্যকার সকল বিভেদ ও দ্বিধা দূর করিতে সচেষ্ট হই। আমরা জাগ্রত হই অখণ্ড জাতীয় চেতনায়। আমরা ঋদ্ধ হই আগামীর গর্বিত প্রেরণায়। নতুন বছর আমাদের সবার জীবনে সুখ-সম্ভার বয়ে আনুক এটাই হোক আমাদের প্রত্যাশা। আজ নববর্ষের এই শুভক্ষণে, আসুন, কবিকণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরা বলি,যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল, এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করিয়া যাইবো আমি,নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

শুভ নববর্ষ আজও প্রয়োজনে প্রিয়জনে আপন হতে পারেনি

স্বপনকুমার মণ্ডল

কথায় বলে অভাবের সময় ক্ষিদে পায় বেশি, সারা দেশ দুড়ে অভূতপূর্ব সুদীর্ঘ লকডাউনে ঘরবন্দি জীবনে চলমান রেলের জানলা দিয়ে অস্থির দৃশ্যের মতো সবকিছু যেন পিছনের দিকে ছুটে চলেছে। অথচ অনিশ্চয়তার গতিতে কোথাও স্বস্তির অবকাশ নেই। তখন শীতার্ত জীবনের মধ্যে সাময়িক উষ্ণতার পরশ না পাওয়ার বেদনায় স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের স্মৃতি আরও দুখজাগানিয়া গান হয় ওঠে। সেখানে নববর্ষেণ হাতছানিতে নতুন করে প্রাণিত হওয়ার অবকাশও আমাদের অস্থিরতাকে বাড়িয়ে তোলে। অথচ বর্ষবণেণ ঘটা আমাদের বাঙালি জীবনের ভালে ফোঁটা হয়ে ওঠেনি সেনিও। আভিজাত্যে আন্তরিক হতে পারে না। অন্যদিকে প্রিয়জনের সমাদরে সেই আভিজাত্যের অভাব হলেও তাতে প্রাণের পরশ আপনাতেই ছড়িয়ে পড়ে। সেদিক থেকে মূলত কৃষকের খাজনা পরিশোধের সুবিধার্থে মোঘলসম্রাট আকবর বাংলা সনের সূচনা করেছিলেন ১৫৮৪-এর মার্চ মাসের ১০ বা তারিখে। সেক্ষেত্রে পয়লা বৈশাখে নববর্ষ পালনে সময়ান্তরে হালখাতার উপরে শুভ চিহ্ন যেভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, বাঙালিমানসে 'শুভ নববর্ষ' সেভাবে প্রাণিত হতে পারেনি। সেখানে ব্যবসায়িক প্রয়োজনকে আয়োজনে সামিল করে বাঙালি তার ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধিতে যতখানি আন্তরিক হতে পেরেছে, তার সঙ্গে ততখানি আত্মিক যোগ গড়ে তুলতে পারেনি। প্রয়োজনকে আয়োজনে সামিল করে তার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার নিয়মসর্বস্ব বাতিকে তো আর প্রাণের সাড়া মেলে না। মাছে-ভাতে আর ধুতি -পাঞ্জাবিতে একদিনের বাঙালি সাজার মধ্যে তার শূন্যতাই প্রকট হয়ে ওঠে। সাজার ঘটার মধ্যেই শ্রীহীতার পরিচয় স্পষ্টতা লাভ করে। বাঙালি সাজার নববর্ষে তাই বাঙালির দেওলিয়াপনা আরও আন্তরিক মনে হয়। সেখানে 'হ্যাপি নিউ ইয়ার, সরি শুভু

নববর্ষ'-এর ছদ্ম অভিনয় আরও চোখে আঙুল দিয়ে কথা বলে। পয়লা বৈশাখে বই-পত্র প্রকাশের নান্দনিকতা আমাদের মননশীল আভিজাত্যকে একপ্রকার বাঁচিয়ে রেখেছে। অবশ্য বইপ্রকাশের যে আভিজাত্য ছিল, বইমেলার ঘনঘটায় তাও হারাতে বসেছে। তবুও তা নিয়ে প্রকাশনালয়ে নববর্ষের আয়োজন এখনও আমাদের হাতছানি দেয়। অবশ্য তাতেও সেই ব্যবসায়িক সংযোগ সংগুপ্ত রয়েছে। অন্যদিকে আছে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মেতে ওঠার চেতাবনি। সেদিক থেকে কবিগুরু যেমন বৈশাখ মাসটিকে বনেদি আভিজাত্য প্রদান করেছেন, তেমনই তাঁর স্বকীয় ব্যক্তিত্বের আলোয় বাঙালিমানস থেকে নববর্ষের অভিমুখকে সরিয়ে নিয়ে নিজের দিকে ফিরিয়েছেন। এতে 'এসো হে বৈশাখ' শুভ নববর্ষের দ্বারা থেমে থাকেনি, ২৫ বৈশাখে ধাবিত হয়েছে। অন্যদিকে 'বচ্ছরকার দিন' বা 'বছরের প্রথম দিন'টি ভালোভাবে কাটার মধ্যে সারাবছরের শুভবোধের চেতনা আমাদের কিছুটা হলেও সচেতন করে তোলে। অবশ্য প্রায় সব উৎসবেরর রস শেষে রসনাতৃপ্তিতে মুখর হওয়ার মতো রসিক বাঙালির ভোজনের মধ্যেই তার নববর্ষ সজীবতা লাভ করে। তবে অন্ধের কিনা দিন, কিবা রাত। সকালের নববর্ষ একভাবে আসে না। সময় কাটানোই যেখানে জীবনের লক্ষ্য, সেখানে সময়কে পাশ কাটিয়ে চলাই দস্তুর। সেক্ষেত্রে নববর্ষের হাতছানি ভালোভাবে জীবন কাটানোর ব্রতে একাত্ম হয়ে ওঠে। অজন্য আমিও ছোটবেলায় শুভ নববর্ষের দিনে 'সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলিতে সচল হয়ে পড়তাম। চড়কডাঙা কলোনির স্ট্যান্ডের দোকানে হালখাতার বক্সের আওয়াজে তার সরবতা মন থেকে নিমেষেই মুছে যেত। ওতে যে প্রয়োজনে আয়োজনের ঘটা তার সীমিত পরিসরেই আবদ্ধ। অন্যদিকে নববর্ষকে নিয়ে বাঙালির কোনোরকম বাড়তি টান তৈরি হয় না। অবশ্য বাঙালিত্ব নিয়েই বাঙালির মধ্যে স্পষ্টতার অভাব রয়েছে। আবার সেই অভাবের মূলেও রয়েছে বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকট। সেখানে নববর্ষ উদ্‌যাপনে ঐকান্তিকতার অভাব অনিবার্য হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে ওপার বাংলায় তা নিয়ে অবশ্য প্রাণের সাড়া যাও-বা মেলে, এপার বাংলায় তার দেহটিকেই খুঁজে পাওয়া দুরূহ। অবশ্য যৌবনের সূচনায় একবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল বর্ষবরণকে উপভোগ করার। তখন নিজেকে পরখ করার বয়স। সদ্য বাংলায় অনার্স পাশ করেছি। মিসলেনিয়াস পরীক্ষা দিতে রানীগঞ্জে গিয়ে ফেরার সময় আসানসোলে লজ ছেড়ে স্টেশনে এসে দেখি ট্রেন নেই। অবশেষে যখন বর্ধমান স্টেশনে পৌঁছেছি, তখন বেশ রাতে হয়ে গেছে। ৯-১০টার সময় এই হোটেল সেই হোটেল করে কোথাও জায়গা পেলাম না। সেই পয়সাও তো আমার বাড়ন্ত। বেশি টাকা দিলে হয়তো মিলতেও পারত। অবশ্য না মিলে ভালোই হয়েছে। বাসস্ট্যান্ডের কাছে হঠাৎ শুনতে পেলাম কাছেই গানের ঝলসা হবে। সেটি মুসলিম অধ্যুষিত পাড়া। ভাবলাম মন্দ কি, সারারাত সেখানে কেটে গেলে ভালোই হয়। বিনে পয়সায় প্রীতিভোজ না হোক প্রীতিভাজন হওয়াও তো ভাগ্যের ব্যাপার। স্টেশনের চেয়ে লোকের মধ্যে বেশ আনন্দেই রাতটা কেযে যাবে ভেবে সেখানে ব্যাগ নিয়ে রওনা হই। ভিড়ের মধ্যে জায়গাও পেলাম। ভাবলাম যদি কেউ আমার ব্যাগ দেখে আমায় চিনতে পারে, বা, ব্যাগটাই আপন ভেবে নিয়ে যায়। এজন্য একটু সতর্কতা অবলম্বন করে সেই ভিড়ে মিশে গেলাম। সেখানে গিয়ে বুঝতে পারলাম এটি আসলে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান। তাতে আনন্দ আরও বেড়ে গেল। এই প্রথম বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের শরিক হওয়ার অবকাশ পেলাম, এই ভেবে। চৈত্রের শেষ রাতে এভাবে গানের মাধ্যমে নববর্ষ উদ্‌যাপনের রোমাঞ্চ আমাকেও পেয়ে বসল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভরে গেল আসর। রূপবান-রূপবতী দুটি ছেলেমেয়ের জুটি জনপ্রিয় গানে আসর মাতিয়ে দিল। একের পর এক গায়ক গায়িকা মঞ্চে উঠে এলেন। শুধু তাই নয়, জনতার মধ্যে থেকে চমক দিয়ে কণ্ঠধারী শিল্পীরা গানে -গানে মায়বী রাতকে জাগিয়ে রাখলেন। ১২টা বাজতেই সঞ্চালক নববর্ষেণ কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই সকলে করতালিমুখ্রর উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল। এভাবে কিশোর কুমার -মহম্মদ রফি-কুমার সানু থকে লতা-আশা-অলকা ইয়াগ্নিক প্রমুখের গানে গানে রাতের অন্ধকার কেটে গেল, ভোরের আলো পুটে উঠতেই পড়ি। প্রথম বাস ধরে নদীয়ার তাহেরপুরে যেতে হবে। ঘুমচোখে জানলার ধারে হেলান দিয়ে ভাবতেই মনে হল সারারাত ধরে যা শুনলাম, তার মধ্যে বাঙালির বর্ষবরণ কোথায়। এতো সব গানই হিন্দি সিনেমার, প্রকাশভঙ্গিও বাঙালিসুলভ নয়। হ্যাপি নিউ ইয়ারের বিনোদিনী পাঠের অনুকরণ অনুসরণই তার মূলধন। সেখানে বাঙালির মনধন শুধু নিঃস্বই নয়, ব্রাত্য ও বটে। সেদিক থেকে প্রয়োজনের দায় মেটানোর আয়োজনে কৃত্রিমতার আমদানি যেমন অপরিহার্য, তেমনই তাতে প্রাণের সাড়া না-মেলাই স্বাভাবিক। সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী রসিকতা করে বলেছেন, নববর্ষকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার নেই। তার আয়ু মাত্র একবছর। আসলে তার মেয়াদ মাত্র একদিন । ভাচুর্য়াল ওয়ার্ল্ডে প্রতিদিনের গুরুত্বে নববর্ষও একদিনের পরেই পুরনো হয়ে যায়। সেখানে সম্পর্ক ঝালিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও হ্যাপি নিউ ইয়ারের চেয়ে শুভ নববর্ষ পিছনে পড়ে গেছে। তারপরেও স্বাগত ১৪৩০। ঐতিহাসিক নববর্ষ, পালনে এবং লালনে। স্মৃতিতর্পণ তার নৈবেদ্য, স্মৃতিকাতরকা তার প্রসাদপ্রাপ্তি। সেখানেও আমাদের জয় নিশ্চিত। আমরা যে বাঙালি, ভাবনার দারিদ্র আমাদের পেয়ে বসে না, বিজয়ী হওয়ার স্বপ্নে আমরা সবাই রাজা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ভবিষ্যতের অতিমহাদেশ আমাশিয়া

এ. কে. এম. খোরশেদ আলম

পৃথিবীর মানচিত্রে মহাদেশ ও মহাসমুদ্রগুলোর বর্তমান যে অবস্থান আমরা দেখি, সুদূর অতীতে তেমন ছিল না। গত দুইশ কোটি বছর ধরে মহাদেশগুলো একসঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আবার প্রতি ৬০ কোটি বছর পরপর তা ভেঙ্গেও গেছে। আজ থেকে ২০ কোটি বছর আগে 'প্যানথালাসা' নামের বিশাল মহাসমুদ্রের অস্তিত্ব ছিল। আরও ছিল 'প্যানজিয়া' নামের অতিমহাদেশ। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, আগামী ২০ থেকে ৩০ কোটি বছরের মধ্যে বিশ্বের মহাদেশগুলো একসঙ্গে মিশে এক অতিমহাদেশের সৃষ্টি করবে। এর মধ্যে থাকবে বিশাল এক মরুভূমি। ভবিষ্যতে এমন সংযুক্তি অবশ্যম্ভাবী। তবে আমেরিকার পশ্চিম উপকূল এশিয়ার সঙ্গে মিলিত হবে নাকি পূর্ব উপকূলে ইউরোপ ও আফ্রিকার সঙ্গে মিলিত হবে, তা নিয়ে ভূতত্ত্ববিদদের মধ্যে আছে মতভেদ। পৃথিবীর গভীরে কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে বলে এরকম হওয়ার সম্ভাবনা সামনে আসছে নতুন গবেষণায়। পৃথিবীর সবগুলো মহাদেশের একত্রে মিলিত হওয়া মানে কিছু বিক্ষিপ্ত দ্বীপসহ একটি বিশাল মহাসমুদ্রের উদ্ভব হওয়া। ঠিক এভাবেই অতীতে 'প্যানজিয়া' ছিল সবশেষ সবচেয়ে বড় মহাদেশ। আর 'প্যানথালাসা' হলো সেকালের মহাসমুদ্র। মহাদেশগুলোর ভাঙন শুরু হলে পৃথিবীতে দুই বা তারও বেশি বিশালাকার জলরাশির সৃষ্টি হয়। আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরগুলো আগের অভ্যন্তরীণ সাগরের অবশিষ্টাংশ। অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগর বহিঃস্থ মহাসাগর হয়ে প্যানথালাসায় রূপ নেয়।

এভাবে অভ্যন্তরীণ বা বহিঃস্থ মহাসাগরগুলো বন্ধ হওয়ায় নতুন অতিমহাদেশগুলোর সৃষ্টি হতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লি অতীতে এমনটা সম্ভব বলে জানিয়েছেন। প্রশান্ত মহাসাগরের বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী বলে মন্তব্য করেছেন লি। আটলান্টিক মহাসাগর প্রতি বছর কয়েক সেন্টিমিটার করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে একই গতিতে সংকুচিত হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর। কাজেই পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগরটি কীভাবে শেষ হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। ভূতত্ত্ববিদগণ আগেই এমনটা বলেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'আমাশিয়া' বা 'অ্যামাশিয়া'। অধ্যাপক লি মনে করেন, আগামী ২৮ কোটি বছরে এরকম ঘটনা ঘটবে।

পৃথিবীর বাইরের স্তরটি ভূত্বক নামে পরিচিত। এ ভূত্বক দুই ভাগে বিভক্ত। ওপরেরটি মহাদেশীয় ভূত্বক। এর গড় পুরুত্ব ২০—৪০ কিলোমিটার। আর নিচেরটি মহাসামুদ্রিক ভূত্বক। এর গড় পুরুত্ব ৫-১০ কিলোমিটার। শুধু ভূত্বক যখন শক্তিশালী থাকে, তখন মহাদেশগুলো দিক পরিবর্তন করতে পারে।

যাহোক, এ ব্যাপারে বিপরীত মতবাদও আছে। অনেকের মতে, ভূত্বক যখন নিচের স্তরে ছিল, অর্থাৎ ভূত্বক যখন শীতল ছিল, তখন তার ওপর মহাসাগরীয় ভূত্বক দূর্বল ছিল। লি ও তাঁর সহকর্মীরা দেখেছেন, প্রায় ৫৪ কোটি বছর আগে পৃথিবীর তাপমাত্রা যথেষ্ট শীতল ছিল। ফলে ভূত্বক দূর্বল হয়ে এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছায় যে সেগুলো আর ওলটপালট হওয়া সম্ভব ছিল না। কাজেই 'অ্যামাশিয়া' ও ভবিষ্যতের সব অতিমহাদেশগুলো বহিঃস্থ মহাসাগরের পথ ধরে তৈরি হবে। তবে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষ না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম দিকে, এশিয়া পূর্ব দিকে ও অস্ট্রেলিয়া উত্তর দিকে সরতে থাকবে। অ্যান্টার্কটিকা অনেকদিন পৃথিবীর নিচের দিকে স্থির হয়ে আছে। তাই, অ্যান্টার্কটিকার ভবিষ্যৎ যাত্রা সম্বন্ধে ধারণা দেয়া কঠিন বলে অধ্যাপক লি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন। লি জানিয়েছেন, বড় মহাদেশগুলোর অক্ষাংশের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এর মানে এই নয় যে, ভবিষ্যতে পৃথিবী বসবাসযোগ্য থাকবে। অর্থাৎ, 'অ্যামাশিয়া' তৈরি হলে পৃথিবী আকস্মিকভাবে অন্যরকম হবে। ধারণা করা হচ্ছে, পৃথিবী সমুদ্রপৃষ্ঠ নীচে চলে যাবে। ফলে অতিমহাদেশের অভ্যন্তরে খুব শুষ্ক ও বেশি তাপমাত্রা বিরাজ করবে।

টেলিকাইনেসিস কি আদৌ সম্ভব?

মো. সাজ্জাদ হোসেন

ধরুন, আপনি আয়েশ করে শুয়ে আছেন খাটে, খেলা দেখছেন। বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার টি-২০ ম্যাচ। দারুণ জমে উঠেছে খেলা। বন্ধুকে জানাতে চান বিষয়টা। জানাতে হলে মোবাইলটা লাগবে। কিন্তু মোবাইল রয়েছে খাট থেকে বেশ খানিকটা দূরে টেবিলের ওপর। উঠতেও ইচ্ছা করছে না। আপনি হাত বাড়ালেন টেবিলের দিকে। হুট করে মোবাইলটা হাতে চলে এলো। কেমন হতো এরকম হলে?

শারীরিক শক্তি খরচ না করে কোনো কিছু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানো গেলে দারুণ হতো না? বিজ্ঞানের ভাষায় এ ধরনের ক্ষমতাকে বলে টেলিকাইনেসিস। দুটি গ্রিক শব্দ, 'টেলি' ও 'কাইনেসিস' নিয়ে এ শব্দটি গঠিত। টেলি মানে দূরবর্তী, আর কাইনেসিস মানে নড়াচড়া। অর্থাৎ, বিজ্ঞানের ভাষায় কোনো ব্যক্তির শারীরিক শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই কোনো পদার্থের আকার, আকৃতি বা অবস্থা পরিবর্তন করতে পারাই টেলিকাইনেসিস। মানে, শুধু মানসিক শক্তি দিয়ে বস্তুর অবস্থা পরিবর্তন করার নামই টেলিকাইনেসিস। শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন রাশিয়ান লেখক ও মনস্তাত্ত্বিক গবেষক আলেকজান্দার অ্যাক্সাকভ।

শিল্পীর কল্পনায় টেলিকাইনেসিসের চেষ্টা করছেন এক যুবক

মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল সাগান 'ছদ্মবিজ্ঞান ও কুসংস্কারের অফার'-এর তালিকায় টেলিকাইনেসিসকে অন্তর্ভূক্ত করেন। তিনি বলেন, বৈজ্ঞানিক তথ্যপ্রমাণ ছাড়া টেলিকাইনেসিসকে গ্রহণ করা বোকামি। ১৯৮৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড স্টেটস ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল অস্বাভাবিক বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে গবেষণার জন্য একটি দল গঠন করে। এ সময় দলটি ১৩০ বছরের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিহাস পর্যালোচনা করেও টেলিকাইনেসিসের কোনো প্রমাণ খুঁজে পায়নি।

পদার্থবিজ্ঞানের মতে, মস্তিষ্কের তরঙ্গ কোনো পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে না। কেননা, এটি আমাদের মাথার খুলির বাইরের কোনো কিছুকে প্রভাবিত করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। এ ছাড়াও টেলিকাইনেসিস শক্তির নিত্যতার সূত্রের লঙ্ঘন করে। আমরা জানি, শক্তির কোনো সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই। মহাবিশ্বের শুরুতে যে শক্তি ছিল, আজও তা-ই আছে। আমরা খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে রাসায়নিক শক্তি অর্জন করি। সেটা ব্যয় করে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন করি। কিন্তু যদি মানসিক শক্তি ব্যবহার করে কোনো বস্তুকে সরানো হয়, তাহলে সেটির অবস্থান পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি কোথা থেকে এল? আইজ্যাক নিউটনের গতির সূত্রানুসারে, বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করলে গতিশীল বস্তু সুষম গতিতে সরল পথে চলতে থাকে। আর স্থির বস্তু সবসময় স্থির থাকে।

যাহোক, এখনও অনেকে টেলিকাইনেসিসে বিশ্বাস করেন। এ বিষয়ে ২০০৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে একটি জরিপ চালানো হয়। জরিপে ১ হাজার ৭২১ জন সাধারণ মানুষকে ফোন ও ইমেইল করে টেলিকাইনেসিসে বিশ্বাসের কথা জিজ্ঞেস করা হয়। তাঁদের মধ্যে ২৮ শতাংশ পুরুষ ও ৩১ শতাংশ নারী টেলিকাইনিসিসে বিশ্বাসের কথা জানান! এ ছাড়াও অনেকে দাবি করে বলেন, তাঁদের নিজের টেলিকাইনেটিক ক্ষমতা আছে। অনেকে শুধু তাকিয়ে থেকে চামচ বাঁকিয়ে ফেলার পেছনে টেলিকাইনেসিস কাজ করে বলে বিশ্বাস করেন। যদিও এতে টেলিকাইনিসিসের কিছু নেই। এটা শুধু বিজ্ঞান ও হাত সাফাইয়ের খেলা। ব্রিটিশ জাদুকর ইউরি গেলার তাঁর চামচ বাঁকানোর জাদু দেখানোর জন্য বিখ্যাত। বর্তমানে হলিউডের বিভিন্ন চলচ্চিত্রে টেলিকাইনেসিসের দেখা মেলে। ২০১৩ সালে মুক্তি পাওয়া ক্যারি সিনেমার মূল চরিত্র ক্যারিকে দেখানো হয় টেলিকাইনেটিক ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে। এ ছাড়াও নেটফ্লিক্সের 'স্ট্রেঞ্জার থিংস' সিরিজেও টেলিকাইনেসিসের দেখা মেলে। তবে এখন পর্যন্ত কেউ সত্যিকার টেলিকাইনেটিক ক্ষমতা দেখাতে পারেননি। বিজ্ঞানের উন্নয়নের ফলে জাদুকরদের সব কৌশলের ব্যাখ্যা দেওয়া আজ সম্ভব। তাই যারা নিজেদের টেলিকাইনেটিক ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে দাবি করেছেন, তাঁদের নির্দিষ্ট কিছু নিয়মের মধ্যে ক্ষমতা দেখাতে বলার পর কেউ আর পারেননি। বর্তমানে বিভিন্ন সংস্থা টেলিকাইনেটিক ক্ষমতার অধিকারীদেরর জন্য বড় অঙ্কের টাকা পুরস্কার হিসেবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু যেকোনো জায়গায় তাঁদের এই ক্ষমতা দেখাতে পারতে হবে। শুধু তাঁদের নিজেদের বাছাই করা পরিবেশে দেখালে হবে না। তাই যদি কারো সত্যিই টেলিকাইনেটিক ক্ষমতা থাকে, তাহলে সহজেই অনেক অর্থের মালিক হতে পারবেন তিনি। এখনও এরকম কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ঢাকায় ইন্ডিয়ান ওশান কনফারেন্স উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ মে

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১৩।। আগামী ১২-১৩ মে ঢাকায় ইন্ডিয়া ওশান কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ মে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন।

বৃহস্পতিবার ঢাকার বিদেশ মন্ত্রণালয় আয়োজিত সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়। বিদেশ মন্ত্রণালয়ের পাবলিক ডিপ্লোম্যাসি অনুবিভাগের মহাপরিচালক ও মুখপাত্র সেহেলী সাবরীন সাপ্তাহিক ব্রিফিং করেন। সেহেলী সাবরীন জানান, ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বাংলাদেশ ও ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় আগামী ১২-১৩ মে ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে 'ইন্ডিয়া ওশান কনফারেন্স'-এর ষষ্ঠ আসর যৌথভাবে আয়োজিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মেলন আয়োজনের বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছেন। তিনি ১২ মে সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন করবেন এবং সম্মেলনে আগত অতিথিদের সম্মানে তার পক্ষ থেকে একটি নৈশভোজের আয়োজন করা হবে। ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন ২০১৬ সাল থেকে বিভিন্ন দেশে সেই দেশের সরকারের সাথে যৌথ আয়োজনে ইন্ডিয়া ওশান কনফারেন্স নামক এই সম্মেলন নিয়মিত আয়োজন করে আসছে। সম্মেলনটি মূলত ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী দেশসমূহকে নিয়ে আয়োজন করা হলেও এতে পরিবর্তিত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত সর্বমোট পাঁচটি সম্মেলন যথাক্রমে সিঙ্গাপুর (২০১৬), শ্রীলঙ্কা (২০১৭), ভিয়েতনাম (২০১৮), মালদ্বীপ (২০১৯) ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে (২০২১) অনুষ্ঠিত হয়েছে। ষষ্ঠ আসরটি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।সেহেলী সাবরীন জানান, প্রতিবছর সম্মেলনটিতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, মন্ত্রী, বহু-পাক্ষিক সংস্থাসমূহের প্রধান, গবেষকসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা অংশ নেন। বাংলাদেশ থেকে বিগত আসরসমূহে উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি যথা- বিদেশমন্ত্রী (২০১৬), বাণিজ্যমন্ত্রী (২০১৭), পরিকল্পনামন্ত্রী (২০১৮), বিদেশপ্রতিমন্ত্রী (২০১৯), সংসদ সদস্য (২০২১) অংশ নেন করেন। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে এক বা দুইজন রাষ্ট্রপ্রধানসহ বিভিন্ন দেশের বিদেশমন্ত্রী-মন্ত্রী এবং বিভিন্ন সেক্টরের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিকভাবে স্বনামধন্য প্যানেলিস্ট, শিক্ষাবিদ, গবেষকরা অংশ নেবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। ১২ মে সম্মেলনের উদ্বোধনের আগে বেশ কয়েকটি প্রাক-সম্মেলন কর্মশালা হবে।আর ১৩ মে মন্ত্রী পর্যায়ের অধিবেশন হবে। মরিশাসের রাষ্ট্রপতি সম্মেলনে অংশ নিতে ইতোমধ্যে সম্মতি জানিয়েছেন। এ ছাড়া ভুটান, শ্রীলঙ্কার বিদেশমন্ত্রী, জাপানের ভাইস মিনিস্টার সম্মেলনে অংশ নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সম্মেলনের সময় ঘনিয়ে এলে অংশগ্রহণকারী মন্ত্রী এবং অন্যান্য পর্যায়ের অতিথিদের বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানা যাবে। তিনি বলেন, আঞ্চলিক রাজনৈতিক পরিমন্ডলে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের অংশীদারত্ব এবং পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনৈতিক এবং ভূ-অর্থনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে বাংলাদেশে সম্মেলনটি আয়োজন বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে কলকাতার রাজভবন

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল (হি.স.): পয়লা বৈশাখ অর্থাৎ বাংলা নববর্ষের দিন সাধারণ মানুষের জন্য খুলে যাচ্ছে কলকাতার রাজভবন। রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস আগেই একে 'জন রাজভবন' করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। 'হেরিটেজ ওয়াক'-এ ওই দিন সকালের দিকে সাধারণ মানুষ রাজভবন ঘুরে দেখতে পারবেন। রাজভবনে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন করা হবে বলে রাজ্যপাল আগেই জানিয়েছেন।

পয়লা বৈশাখ থেকেই রাজভবন হয়ে যাচ্ছে 'জন রাজভবন'। নববর্ষ থেকে সাধারণ মানুষের জন্য রাজভবনের দরজা খোলা থাকবে। ঔপনিবেশিক মানসিকতার উত্তরাধিকার আর বয়ে বেড়ানো হবে না, 'রীতি' ভাঙতেই তাই রাজভবনে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকারের ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, রাজভবনের ভিতরে থাকা সুইমিং পুল, ঝুলন্ত সেতু, গ্রন্থাগার ইত্যাদি ঘুরে দেখতে পারবেন সাধারণ মানুষ। তবে, সামগ্রিকভাবে হেরিটেজ তালিকায় কী কী থাকবে, তা এখনও অস্পষ্ট।

জালিয়াতির মামলায় বিপাকে ডোনাল্ড ট্রাম্প

নিউইয়র্ক, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): আরও এক বার নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে যেতে হল আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। পর্নতারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ট্রাম্প ঘুষ দেওয়ার মামলার পর, এ বার ব্যবসা সংক্রান্ত জালিয়াতির অভিযোগের মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হলেন তিনি। বৃহস্পতিবার (স্থানীয় সময়) রাতে প্রায় ৭ ঘণ্টা ধরে রিপাবলিকান পার্টির নেতাকে তদন্তকারীদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হয়।

গত বছরের জানুয়ারি মাসে মাসে নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস জানিয়েছিলেন, তদন্তে তিনি দেখেছেন, একাধিক বার ট্রাম্পের সংস্থা ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সম্পত্তির অতিরিক্ত মূল্য দেখিয়েছে আবার সেই সম্পত্তিরই দাম কম দেখিয়ে আয়করে ছাড় পেয়েছে। একাধিক বার ট্রাম্প সেই তদন্ত বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন বলেও অভিযোগ। তবে ৭ ঘণ্টার জেরা-পর্বের পরে ট্রাম্পের আইনজীবী ক্রিস্টোফার কিস বলেন, "আমার মক্কেলের কাছে তাঁর অসাধারণ ব্যবসায়িক সাফল্যের কাহিনি জানতে চাওয়া হয়েছিল।" প্রসঙ্গত, ট্রাম্পের পাশাপাশি, তাঁর বড় ছেলে ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র এবং কন্যা ইভাঙ্কাও এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত।

মোজাম্বিকের সঙ্গে বাণিজ্য, জ্বালানি ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাড়াবে ভারত

মাপুতো, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : মোজাম্বিকে তিন দিনের সফরে রয়েছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর। দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য, জ্বালানি ও প্রতিরক্ষা খাতে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

জয়শঙ্কর উগান্ডা সফর শেষ করে মোজাম্বিকে পৌঁছেছেন। রাষ্ট্রপতি সহ দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে আলোচনা করেছেন। তারা বাণিজ্য, জ্বালানি ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেখানে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। 'আমরা দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্ব প্রসারিত করার জন্য আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা পর্যালোচনা করেছি,' এস. জয়শঙ্কর টুইটে লিখেছেন। বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর মোজাম্বিকের রাজধানী সফরের সময় একটি মেড ইন ইন্ডিয়া ট্রেনে চড়েছিলেন এবং মোজাম্বিকের পরিবহন মন্ত্রীর সাথে ট্রেন নেটওয়ার্ক বৈদ্যুতিক গতিশীলতা এবং জলপথ সংযোগ সম্প্রসারণে ভারতের অংশীদারিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

দেশজুড়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত আম্বেদকর জয়ন্তী, বাবাসাহেবকে শ্রদ্ধাঞ্জলি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব ডক্টর বি আর আম্বেদকরের ১৩২-তম জন্মবার্ষিকী শুক্রবার দেশজুড়ে যথাযোগ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দেশের সংবিধানের স্থপতি বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। এক বার্তায় বাবাসাহেবকে জ্ঞানের প্রতীক আখ্যা দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। বাবাসাহেব ডক্টর বি আর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। শুক্রবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'পূজ্য বাবাসাহেবকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শত শত প্রণাম, যিনি সমাজের বঞ্চিত ও শোষিত অংশের ক্ষমতায়নের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। জয় ভীম!' উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ও সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব ডক্টর বি আর আম্বেদকরের ১৩২-তম জন্মবার্ষিকীতে এক টুইট বার্তায় শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বি আর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তীতে দিল্লিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী।

লম্বায় ১২৫ ফুট, জন্মদিবসেই উন্মোচিত আম্বেদকরের দীর্ঘতম মূর্তি

হায়দরাবাদ, ১৪ এপ্রিল(হি.স.) : ডঃ বি আর আম্বেদকরের জন্মদিবসেই তাঁর ১২৫ ফুট লম্বা মূর্তি উন্মোচন হবে তেলেঙ্গানায়। শুক্রবার হায়দরাবাদে এই মূর্তি উন্মোচন করবেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন আম্বেদকরের প্রপৌত্রও। ইতিমধ্যেই দেশের নানা প্রান্ত থেকে তেলেঙ্গানায় পৌঁছে গিয়েছেন আম্বেদকরের বহু অনুগামী।

হায়দরাবাদের বিখ্যাত হুসেন সাগর লেকের পাশেই অবস্থিত আম্বেদকরের এই মূর্তি। সম্পূর্ণ ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি হয়েছে ১২৫ ফুট লম্বা মূর্তিটি। ভারতে অবস্থিত আম্বেদকরের মূর্তিগুলির মধ্যে এটিই দীর্ঘতম। শুধুমাত্র মূর্তির মাপজোকের কাজ শেষ করতেই দু'বছর সময় লেগেছে। তারপরে শুরু হয় ভারতের দীর্ঘতম আম্বেদকর মূর্তি তৈরির কাজ।

পদ্মভূষণ সম্মানপ্রাপ্ত শিল্পী রাম ভানজি সুতারের হাতে এই মূর্তি তৈরির দায়িত্ব তুলে দেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কেসিআর। মূর্তি তৈরির পরে ৯৮ বছর বয়সি সুতারের কাজের ভূয়সী প্রশংসাও করেন তিনি। আম্বেদকরের মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে পদ্মভূষণজয়ী শিল্পীকে। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে সংবিধান প্রণেতার প্রপৌত্র প্রকাশ আম্বেদকরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

গরমের দাপটে দুর্বিষহ অবস্থা তিলোত্তমায়

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গজুড়ে গরম একটুও কমেনি, উল্টে রোদের তেজ বেড়েই চলেছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ইতিমধ্যেই গ্রীষ্মের মতো গরমের দাপট শুরু হয়ে গিয়েছে। তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি রয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। অন্ততপক্ষে আগামী পাঁচ দিন তাপমাত্রা একই রকম থাকবে আবহাওয়া। তাপপ্রবাহ চলবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায়। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী সোমবার পর্যন্ত উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা থাকছে। এ ছাড়াও সোমবার পর্যন্ত প্রতি দিনই দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হবে। বাদ যাবে না পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়াও। ঘর্মাক্ত গরমে রীতিমতো নাজেহাল দক্ষিণবঙ্গের মানুষজন, কলকাতার অবস্থাও দুর্বিষহ। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। আবহবিদরা জানিয়েছেন, ১৭ তারিখের পর অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে পরবর্তী দু'দিন দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায় 'সামান্য পরিবর্তন' হতে পারে। তবে কী পরিবর্তন হবে, গরম কমবে কি না, বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা আগামী সপ্তাহে আছে কি না, তা স্পষ্ট করা হয়নি। তাপপ্রবাহের কারণে আগামী কিছু দিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

বর্তমানে দেশের সংবিধান বিপন্ন : অখিলেশ যাদব

ইন্দোর, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): বিজেপির বিরুদ্ধে ফের তোপ দাগলেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। শুক্রবার বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে অখিলেশ যাদব বলেছেন, বর্তমানে দেশের সংবিধান বিপন্ন, একের পর এক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ঘটনাচক্রে শুক্রবারই ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী। এদিন মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ যাদব বলেছেন, 'বর্তমানে সংবিধান বিপন্ন। একের পর এক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হচ্ছে... নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি এনকাউন্টার করছে।' আতিক আহমেদের ছেলে আসাদকে এনকাউন্টারে খতম করা প্রসঙ্গেও মুখ খুলেছেন অখিলেশ। উত্তর প্রদেশের পুলিশের সমালোচনাও করেছেন অখিলেশ যাদব।

সিউড়ির সভা থেকে লোকসভা ভোটের সুর বাঁধলেন অমিত শাহ

সিউড়ি, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : চৈত্র সংক্রান্তির তাপপ্রবাহের দুপুরে সিউড়ির বেণীমাধব স্কুল মাঠের সভা থেকে লোকসভা ভোটের প্রচারের সূচনা করে দিলেন অমিত শাহ। যে সভা থেকে বাংলা বিজেপিকে বেঁধে দিলেন চব্বিশের টার্গেট। সেইসঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাইলেন, ২০২৪ সালে ওই ফলাফল হলেই ২০২৫ সালে দিদির সরকার পড়ে যাবে। এদিন অমিত শাহ বলেন, 'নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী করতে হলে বাংলায় ৩৫টি আসনে পদ্মফুল ফোটাতে হবে। আর সেটা হলেই ২০২৫ সালের মধ্যে দেখবেন দিদির সরকার কাড়াকাড়া ফুসসস হয়ে যাবে!'

এদিন সিউড়ির বেণীমাধব স্কুলের মাঠে চলে এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঞ্চে আছেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এক পাশে বসেছেন সুকান্ত। অন্য পাশে বসেছেন শুভেন্দু। তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানানো হল।এরপর নিজের ভাষণ দিতে মঞ্চে ওঠেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রথমেই সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। তারপর বগটুইতে যাঁদের মৃত্যু হয়েছিল, তাঁদের শ্রদ্ধা জানালেন অমিত শাহ। এরপর সরাসরি নিজের বিষয়ে প্রবেশ করেন তিনি। তাপপ্রবাহের দুপুরে সিউড়ির বেণীমাধব স্কুল মাঠের সভা থেকে লোকসভা ভোটের প্রচারের সূচনা করে দিলেন অমিত শাহ। যে সভা থেকে বাংলা বিজেপিকে বেঁধে দিলেন চব্বিশের টার্গেট। সেইসঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাইলেন, ২০২৪ সালে ওই ফলাফল হলেই ২০২৫ সালে দিদির সরকার পড়ে যাবে। এদিন অমিত শাহ বলেন, 'নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী করতে হলে বাংলায় ৩৫টি আসনে পদ্মফুল ফোটাতে হবে। আর সেটা হলেই ২০২৫ সালের মধ্যে দেখবেন দিদির সরকার কাড়াকাড়া ফুসসস হয়ে যাবে!' পাশাপাশি তিনি রাজ্যে রাম নবমীর মিছিলে হামলা প্রসঙ্গ তুলে বলেন, বাংলায় রাম নবমীর মিছিলে হামলা হয়। বিজেপি বাংলায় ৩৫ টা আসন পেলে কারও ক্ষমতা থাকবে না হামলা করার। তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে বলেন, কাশ্মীর থেকে সন্ত্রাসবাদ মমতা দিদি দূর করতে পারবেন কি? শুধু মোদীজি পারবেন। অযোধ্যায় রাম জন্মভূমি মন্দির হওয়া উচিত ছিল কিনা? মমতা দিদি, কংগ্রেস এত বছর ধরে আটকে রেখেছিলেন। মোদীজি কিন্তু ওখানে মন্দির স্থাপনের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। গগনচুম্বী মন্দির তৈরি হচ্ছে। দেশ ও বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে ফের মোদীজিকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে হবে। বাংলায় ভাইপোরাজ খতম করতে হবে।

এদিন তিনি একে একে কেন্দ্র সরকারের দেওয়া বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবার প্রসঙ্গ তুলেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, মমতা দিদি বাংলার মানুষকে কী দিয়েছে? মোদীজি দিল্লি থেকে পাঁচ কিলো করে চাল পাঠান গরিবদের মাথা পিছু। দিদি শুধু তার উপর ছবি লাগিয়ে দেন। আরে দিদি আরও পাঁচ কেজি চাল দিয়ে না হয় ছবি লাগাতেন। কলকাতা মেট্রোর জন্য আমরা ১ হাজার কোটি টাকা দিয়েছি, চিত্তরঞ্জন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য ১৫ কোটি টাকা দিয়েছি, বন্দেভারত ট্রেন দিয়েছি, স্বচ্ছভারত প্রকল্পের আওতায় ৭৫ লাখ পায়খানা দিয়েছি..। মমতা দিদি চান না বাংলায় আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু হোক। বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় এলে ৮ কোটি মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবেন। বাংলায় ৫২ লক্ষ ঘরে উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় গ্যাস পৌঁছে দিয়েছে মোদী সরকার।

দুর্নীতি ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়াকে বিঁধলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সিউড়ির সভা থেকে চাকরি দুর্নীতির পাশাপাশি গরু পাচার নিয়ে মুখ খুললেন অমিত শাহ। তীব্র আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শুক্রবার সিউড়ির জনসভায় প্রথমবার শাহের মুখে শোনা গেন নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ। প্রত্যয়ীভাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ভাইপো যা পারেন করে নিন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই লড়াই রুখবে না।

চাকরি দুর্নীতি নিয়ে প্রায় একবছর ধরে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। গ্রেফতার হয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ বহু। তাঁদের জেরা করেই একের পর চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে আসছে তদন্তকারীদের। বিভিন্নভাবে নাম জড়াচ্ছে তৃণমূল নেতাদের। পঞ্চায়েত ভোটের আগে সেটাকেই হাতিয়ার করতে চাইছে বিরোধীরা। শুক্রবার সিউড়ির সভা থেকে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়েই শাসকদলকে তুলোধোনা করলেন অমিত শাহ।

এদিন তিনি বলেন, 'বাংলার যুবা জবাব চায়, আপনি চাকরিতে নিয়োগে এত দুর্নীতি করেছেন যে ইডিকে ২ ট্রাক ভরে টাকা নিয়ে যেতে হয়েছে। ২১ — ২১ কোটি টাকা এর মন্ত্রীর বাড়ি থেকে পাওয়া যায়? লজ্জা লজ্জা তৃণমূল! এগুলো বাংলার গরিব যুবাদের টাকা। বাংলা যুবাদের চাকরিতে দুর্নীতি করে নিজের বাংলো বানাচ্ছো? আর মোদীজি জেলে পাঠালে বলে অত্যাচার হয়েছে। কারও ঘর থেকে ২১ কোটি টাকা পাওয়া গেলে তাকে কি জেলে পাঠানো উচিত নয়? আরে মমতা দিদি, আপনি আর আপনার ভাইপো যা পারেন করে নিন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই লড়াই রুখবে না। দুর্নীতি শেষ করে থামব। চাকরি পাওয়া বাংলার যুবকদের অধিকার। আপনি সেটা নিয়ে দুর্নীতি করতে পারেন না'।

এরপরই দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত চলবে বলেই হুঙ্কার ছাড়লেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, "চাকরির নামে বাংলার যুবকদের সঙ্গে অন্যায় মেনে নেওয়া হবে না। আপনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) আর ভাইপো যা পারেন করুন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তদন্ত চলবে।" পাশাপাশি এদিন গরুপাচার ইস্যুতেও সরব হন। গরুপাচার মামলায় জড়িত সন্দেহে ধৃত অনুব্রত মণ্ডল কেন এখনও জেলা সভাপতি পদে রয়েছেন, তা নিয়ে এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেন অমিত শাহ।

সেইসঙ্গে মমতাকে শাহের খোঁচা, 'আপনি এত বছর মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, বাংলার মানুষের জন্য কী করেছেন? মোদীজি গত আড়াই বছর ধরে বাংলার মানুষকে মাসে ৫ কেজি করে চাল দিচ্ছেন। আপনি সেই বস্তার ওপর নিজের নামের স্টিকার লাগাচ্ছেন। তাও যদি বুঝতাম আরও ৫ কেজি চাল দিয়ে স্টিকার লাগাচ্ছেন। তাহলে বাংলার মানুষ মাথা পিছু আরও ৫ কেজি চাল বেশি পেতেন।'

২০২৪ সালে বিরোধীরা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকবে : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত। শুক্রবার সঞ্জয় রাউত দাবি করে বলেছেন, ২০২৪ সালে বিরোধীরা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকবে। এদিন মুম্বইয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় সঞ্জয় রাউত বলেছেন, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বিরোধীদের একত্রিত করার কাজ শুরু করেছেন, আমরা এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই...বিজেপির দৃষ্টিভঙ্গি হল বিরোধীদের একসঙ্গে থাকা উচিত নয়, তবে তাঁদের এই ভ্রম ভেঙে যেতে চলেছে। ২০২৪ সালে বিরোধীরা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকবে। আতিক আহমেদের ছেলে আসাদকে এনকাউন্টারে খতম করা প্রসঙ্গেও মুখ খুলেছেন সঞ্জয় রাউত।

তাঁর কথায়, মুম্বইতে সর্বাধিক সংখ্যক এনকাউন্টার হয়েছে, তাদের এনকাউন্টার বিশেষজ্ঞের উপাধি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাদের প্রায় সকলেই জেলে গিয়েছিল... মুম্বইয়ের কিছু মানুষ এই ধরনের এনকাউন্টারের বিরুদ্ধে প্রমাণ নিয়ে আদালতে গিয়েছিল এবং তারপর তদন্তের পরে, অনেক এনকাউন্টার বিশেষজ্ঞকে জেলে পাঠানো হয়েছিল।

কংগ্রেসে যোগ দিলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মণ সাভাদি

বেঙ্গালুরু, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): যাবতীয় জল্পনাই সত্য হল, কংগ্রেসে যোগ দিলেন প্রাক্তন বিজেপি নেতা কর্ণাটকের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মণ সাভাদি।

শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে কর্ণাটকের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমারের উপস্থিতিতে তিনি কংগ্রেসের যোগ দিয়েছেন। আথানি আসনের টিকিট হারানোর পরে গত ১২ এপ্রিল বিধান পরিষদের সদস্য এবং বিজেপির প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন লক্ষ্মণ সাভাদি। তারপর থেকেই গুঞ্জন চলছিল তিনি কংগ্রেসের যোগ দিতে পারেন, শুক্রবার সেই জল্পনাই সত্য হল।

ডি কে শিবকুমার এদিন বলেছেন, 'কোনও শর্ত নেই।

তিনি নিজেকে অপমানিত মনে করেছেন।

এমন মহান নেতাদের কংগ্রেসে নেওয়া আমাদের কর্তব্য।

৯-১০ জনেরও বেশি বর্তমান বিধায়ক আছেন যারা কংগ্রেসে যোগ দিতে চান, কিন্তু আমাদের কাছে তাদের থাকার জায়গা নেই।'

এদিকে, কর্ণাটকে বিজেপির ভারপ্রাপ্ত নেতা অরুণ সিং বলেছেন, নির্বাচনে হারা সত্ত্বেও বিজেপি তাকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং তারপরে বিধান পরিষদের সদস্য করেছে, তার পরেও, তিনি এমন একটি দলে (কংগ্রেস) যাচ্ছেন যেখানে নেতারা দু'টি দলে বিভক্ত।

তিনি একটি বড় ভুল করেছেন এবং পরে অনুশোচনা করবেন।

কাজের সন্ধান

মাধ্যমিক পাশদের থেকে সিআরপিএফ-এ ৯,২১২ তরুন-তরুনী কনস্টেবল নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সিআরপিএফ-এ কনস্টেবল পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯২১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকপাশ, বয়স ঃ ২১-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১ জুলাই থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ বিভিন্ন কেন্দ্রে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তায় অর্থাৎ সিআরপিএফ-এ বিভিন্ন পদে এমনকি এ এস আই, এস আই, কনস্টেবল নার্স ও কুক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও এখন থেকে র‍্যালী এবং কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। এককথায়, এখন এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সিআরপিএফ-এ কনস্টেবল পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৯২১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ। উচ্চশিক্ষিত হলেও আবেদন করা যাবে। বয়স ঃ ২১-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে)। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১ জুলাই থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ বিভিন্ন কেন্দ্রে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। সিআরপিএফ-এ সারা দেশ জুড়ে কনস্টেবল পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স-এ বিশেষ করে সিআরপিএফ-এ এখন ৯২১২টি শূন্যপদ পূরণের জন্য পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের এক নিয়োগ র‍্যালিতে অংশ নিতে আহ্বান করা হয়েছে। আগে থেকে এর জন্য অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে হবে। আপাতত শূন্যপদের সংখ্যা দেশ জুড়ে ৯২১২টি হলেও পরবর্তি সময়ে তা বাড়তে পারে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। প্রয়োজনে এঁদের ওয়েবসাইটে পদভিত্তিক শূন্যপদের বিভাজন বিস্তারিত দেখে নিতে পারেন।

শূন্যপদগুলো হলো — (০১) পদের নাম - কনস্টেবল, পুরুষ (টেকনিক্যাল/ ট্রেডসম্যান) ঃ শূন্যপদ ৯১০৫টি। ট্রেড অনুযায়ী বিভাজন এইরকমঃ ড্রাইভার ২৩৭২টি, মোটর মেকানিক ভেহিকল ৫৪৪টি, কবলার ১৫১টি, কার্পেন্টার ১৩৯টি, টেইলর ২৪২টি, ব্রাস-ব্যান্ড ১৭২টি, পাইপ-ব্যান্ড ৫১টি, বাগলার ১৩৪০টি, গার্ডেনার ৯২টি, পেইন্টার ৫৬টি, কুক ও ওয়ার ক্যারিয়ার ২৪২৯টি, ওয়াশারম্যান ৪০৩টি, বার্বার ৩০৩টি, সাফাই কর্মচারি ৮১১টি পদ। (০২) পদের নাম - কনস্টেবল, মহিলা (ট্রেডস-ওইম্যান) ঃ শূন্যপদ ১০৭টি। ট্রেড অনুযায়ী বিভাজন এইরকমঃ বাগলার ২০টি, কুক ও ওয়ার ক্যারিয়ার ৪৬টি, ওয়াশার ওইম্যান ৩টি, হেয়ার ড্রেসার ১টি, সাফাই কর্মচারি ১৩টি এবং ব্রাস-ব্যান্ড ২৪টি পদ। (০৩) পদের নাম - কনস্টেবল, পুরুষ (টেকনিক্যাল/ ট্রেডসম্যান), পাইওনিয়ার উইং ঃ শূন্যপদ ১১টি। ট্রেড অনুযায়ী বিভাজন এইরকমঃ মাসশন ৬টি, প্লাম্বার ১টি, ইলেকট্রিশিয়ান ৪টি পদ। প্রতি ক্ষেত্রে বয়স - ০১-০৮-২০২৩ এর হিসেবে ২১-২৭ বছর, সংরক্ষিত ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে। যেমন এসসি/ এসটি ৫ বছর, ওবিসি ৩ বছর ইত্যাদি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। নির্দিষ্ট বিষয়ে ট্রেড সার্টিফিকেট থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। ২ বছরের আইটিআই কোর্স করা থাকলেও অগ্রাধিকার পাবেন। মূল মাইনে - লেভেল-৩ এর ভিত্তিতে ২১,৭০০ - ৬৯,১০০ টাকা। এছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন ভাতাও রয়েছে।

শারীরিক মান ঃ সকল পদের ক্ষেত্রেই শারীরিকভাবে ফিট্ হতে হবে। যেমন উচ্চতা - ত্রিপুরার পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি, মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫২.৫ সেমি। বুকের ছাতির মাপ পুরুষদের ক্ষেত্রে না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি, ফুলিয়ে ৮২ সেমি। শুধুমাত্র তফশিলি উপজাতিভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে না ফুলিয়ে ৭৬ সেমি, ফুলিয়ে ৮১ সেমি। দেহের ওজন ঃ উচ্চতা এবং বয়স অনুযায়ী দেহের ওজন বিবেচিত হবে। ডাক্তারি মান ঃ দৃষ্টি শক্তি - চশমা ছাড়া দুই চোখের দূরের দৃষ্টি ৬/৬ এবং ৬/৯। বাঁকা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, ট্যাড়া চোখ হলে চলবে না। প্রার্থীদের উচ্চ বর্ণ নির্ধারণ ক্ষমতা থাকতে হবে। কোনও প্রকার বর্ণান্ধতাজনিত রোগ থাকতে পারবে না। ভাল শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে এবং কর্তব্য সম্পাদনে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারে, এরূপ শারীরিক ত্রুটিমুক্ত হতে হবে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যু করা বৈধ আবাসিকতার সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে শুধুমাত্র উত্তর-পূর্ব ভারতে বসবাসকারী প্রার্থীদেরকে বিবেচনা করা হবে। প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্নিয়োগের ক্ষেত্রে পেশা সংক্রান্ত পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার এবং মেডিক্যাল ফিটনেস বিষয়ক পরীক্ষা নেওয়া হবে। মিলিটারি সার্ভিসের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমায় আরও ৩ বছরের ছাড় রয়েছে। তবে, সেনাবাহিনীর সার্ভিসে এবং পুনর্নিয়োগের ব্যবধান ২৪ মাসের বেশি হতে পারবে না। মেডিক্যাল ক্যাটেগরি অবশ্যই 'এ' প্রকৃতির হবে হবে, যা সেনাকর্তৃপক্ষ দ্বারা ন্যূনতম 'ভালো' বলে প্রশংসিত হতে হবে। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ২৫ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৫ এপ্রিল। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। পরীক্ষা বা ইন্টারভিউতে ডাক পেলে ওই প্রিন্ট আউট এবং সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

নির্বাচন প্রক্রিয়া ঃ দরখাস্তের ভিত্তিতে কল লেটার পাঠানো হবে। এই কল লেটার নিয়ে নির্দিষ্ট তারিখে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষায় উপস্থিত থাকতে হবে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য এই কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা হবে আগরতলায়। শারীরিক পরীক্ষায় সফল হলেই কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষার জন্য ডাকা হবে, পরীক্ষার তারিখ হিসেবে ১ থেকে ১৩ জুলাই স্থির করা হয়েছে। এমন সারা দেশেই পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। তবে অন্য কেন্দ্রের পরীক্ষায় অংশ নিতে চাইলে আগে থেকে ফর্ম ফিলাপের সময় তা জানিয়ে দিতে হবে। পরীক্ষা নেওয়া হবে ১০০ নম্বরের। প্রশ্ন থাকবে ১০০টি, মাল্টিপল চয়েস প্যাটার্ণের। সময় ২ ঘন্টা। প্রশ্নপত্রের বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।
* মেট্রো রেলে **ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, বিই, বিটেকপাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ এপ্রিল, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্ত সাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* পাওয়ার গ্রিডে **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ, গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকে **ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় খনি মন্ত্রকের অধীনে **মাইনিং সর্দার, ইলেকট্রিশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৩০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* ইগনৌ-তে **অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগরতলা সহ সারা দেশে ৫২টি কেন্দ্রে, তবে তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* মেডিকেল রিসার্চ-এ **সিনিয়র রেসিডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে ডাকযোগে জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, পিজিপাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ২১ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে এয়ারপোর্ট অথরিটিতে **হ্যান্ডিম্যান, এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৯৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল, নির্দিষ্ট কেন্দ্রে সরাসরি ইন্টারভিউ ২০ এপ্রিল, এঁদের ওয়েবসাইট থেকে সাক্ষাৎকারের স্থান জেনে নিতে হবে।

* এইমস-এ **সিনিয়র রেসিডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমডি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ এপ্রিল, নির্দিষ্ট কেন্দ্রে সরাসরি ইন্টারভিউ ২১ এপ্রিল, এঁদের ওয়েবসাইট থেকে সাক্ষাৎকারের স্থান জেনে নিতে হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ট্রেনি-ফিনান্স** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিএ, এমসিএ পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ এপ্রিল, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার (মেট্রো রেল)**
শূন্যপদ ঃ ৬৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, বিই, বিটেকপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ এপ্রিল,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার (পাওয়ার গ্রিড),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ, গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন।
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়ার (রেল মন্ত্রক)**,
শূন্যপদ ঃ ৫৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক)**,
শূন্যপদ ঃ ৭২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **মাইনিং সর্দার, ইলেকট্রিশিয়ান (কেন্দ্রীয় খনি মন্ত্রক)**,
শূন্যপদ ঃ ৩৩০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট (ইগনৌ),**
শূন্যপদ ঃ ২০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগরতলা সহ সারা দেশে ৫২টি কেন্দ্রে, তবে তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট (মেডিকেল রিসার্চ),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, পিজিপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
ডাকযোগে দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ২১ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নামঃ **হ্যান্ডিম্যান, এক্সিকিউটিভ (এয়ারপোর্ট অথরিটি, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৪৯৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল,
নির্দিষ্ট কেন্দ্রে সরাসরি ইন্টারভিউ ২০ এপ্রিল, এঁদের ওয়েবসাইট থেকে সাক্ষাৎকারের স্থান জেনে নিতে হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট (এইমস্),**
শূন্যপদ ঃ ৭০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমডি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ এপ্রিল,
নির্দিষ্ট কেন্দ্রে সরাসরি ইন্টারভিউ ২১ এপ্রিল, এঁদের ওয়েবসাইট থেকে সাক্ষাৎকারের স্থান জেনে নিতে হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি-ফিনান্স (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিএ, এমসিএ পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ এপ্রিল,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **এলডিসি, টেকনেশিয়ান (টিএমসি),**
শূন্যপদ ঃ ৪৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর (এনআইটি)**,
শূন্যপদ ঃ ৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিএইচডি ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৬০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **অপারেটর, ইঞ্জিনিয়ার (মেট্রো রেল)**,
শূন্যপদ ঃ ২৩৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ৬ জুন থেকে, কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনেশিয়ান (ইসরো)**,
শূন্যপদ ঃ ৬২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **ওয়ার্ক পার্সন (অয়েল ইন্ডিয়া),**
শূন্যপদ ঃ ১৮৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ এপ্রিল,
ইন্টারভিউ/ পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল (সিআরপিএফ),**
শূন্যপদ ঃ ৯২১২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকপাশ,
বয়স ঃ ২১-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১ জুলাই থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ বিভিন্ন কেন্দ্রে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

o--o--o--o--o--o

আগরতলায় পরীক্ষার মাধ্যমে এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিসে ২৮৫৯ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিসে অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৮৫৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা। তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। এককথায়, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে উঁচু পদে চাকরির সুযোগ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি বা গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য। এছাড়া, কিছু বাড়তি সুবিধাও রয়েছে। যেমন — (১) পরীক্ষা নেওয়া হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে, অর্থাৎ সিবিটি মাধ্যমে। (২) ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র হবে আগরতলায়। পদের নাম - সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট (গ্রুপ-সি), চাকরি হবে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশনের অধীনে। এগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরি।

এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিসে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ২৬-০৪-২০২৩-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৭-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩২ বছর, ওবিসিদের জন্য বয়সের উর্ধ্বসীমা ৩০ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ৩৭ বছর। বয়সের ছাড় সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে।

শূন্যপদগুলো হলো, পদের নাম - **সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট (গ্রুপ-সি)** ঃ শূন্যপদের সংখ্যা - ২৮৫৯টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৩৫৯টি, এসটি'র জন্য ২৭৩টি, ওবিসি'র জন্য ৫১৪টি এবং ইডব্লিওএস-এর জন্য ৫২৯টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৯৯৯টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ, এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল সবাই এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। এছড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ১৩৯টি এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ৪৭৮টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - বিএ/বিকম/বিএসসি/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, কলেজে ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য। মূল মাইনে - পে মেট্রিক্স লেভেল-৫ অনুযায়ী শুরুতে প্রতি মাসে ২৯,২০০ - ৯২,৩০০ টাকা।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ২৬ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের শেষ তারিখ ২৬ এপ্রিল। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের সমস্ত সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক দু'টি পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমটি প্রিলিমিনারি টেস্ট, এমসিকিউ প্রশ্ন থাকবে ১০০টি, প্রতিটি প্রশ্নের মান ৪ নম্বর। মোট ৬০০ নম্বরের পরীক্ষা, সময় আড়াই ঘন্টা। কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর প্রশ্ন থাকবে, তা দেখার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। এতে সফল হলে ডাকা হবে কম্পিউটার স্কিল টেস্টের জন্য। তবে পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ অর্থাৎ পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১৫ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না। পূর্ব ভারত সহ অন্যান্য পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম ও কোড নম্বর জানতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে ডিপ্লোমা ডিগ্রি পাশদের থেকে উঁচু পদে নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্দিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা, ডিগ্রি ইত্যাদি — যে-কোনও পাশ করা হলে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে উঁচুপদে চাকরির জন্য ইউপিএসসি পরীক্ষার জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন। শর্তসাপেক্ষে ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন। অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আবেদন করতে হবে অনলাইনের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তরে ৮টি বিভিন্ন পদের জন্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ২০২৩ সালের অনলাইন রিক্রুটমেন্ট এপ্লিকেশনের (ওআরএ) মাধ্যমে ১৪৬ জন তরুণ-তরুণীর নিয়োগ হচ্ছে। প্রার্থী বাছাই করা হবে ইউপিএসসি'র তত্বাবধানে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে।

স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি পাশ করা যোগ্য প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারেন। এক্ষেত্রে নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, যাঁরা এবছর ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা দেবেন বা দিয়েছেন তাঁরাও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৭-০৪-২০২৩ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড় পাবেন।

শূন্যপদগুলো হলো —

ক্রমিক নং (১) ঃ পদের নাম - রিসার্চ অফিসার (ন্যাচারোপ্যাথী)। শূন্যপদের সংখ্যা - ১টি। পদটি অসংরক্ষিত। গ্রুপ-এ, গ্যাজেটেড, নন-মিনিস্টেরিয়াল। মূল মাইনে - ৭ম সিপিসি অনুযায়ী পে ম্যাট্রিক্সে লেভেল-১০ অনুসারে। বয়স - অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা - নির্দিষ্ট বিষয়ে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি পাশ। সঙ্গে নির্দিষ্ট বছরের অভিজ্ঞতারও আবশ্যকতা রয়েছে।

ক্রমিক নং (২) ঃ পদের নাম - রিসার্চ অফিসার (যোগা)। শূন্যপদের সংখ্যা - ১টি। পদটি অসংরক্ষিত। গ্রুপ-এ, গ্যাজেটেড, নন-মিনিস্টেরিয়াল। মূল মাইনে - ৭ম সিপিসি অনুযায়ী পে ম্যাট্রিক্সে লেভেল-১০ অনুসারে। বয়স - অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা - নির্দিষ্ট বিষয়ে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি পাশ। সঙ্গে নির্দিষ্ট বছরের অভিজ্ঞতারও আবশ্যকতা রয়েছে।

ক্রমিক নং (৩) ঃ পদের নাম - অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (রেগুলেশন এন্ড ইনফরমেশন)। শূন্যপদের সংখ্যা - ১৬টি। এর মধ্যে এসসি ২টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৪টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৮টি পদ অসংরক্ষিত। নির্দিষ্ট সংখ্যক পদ (২টি) শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে। পদগুলি স্থায়ী, গ্রুপ-এ, গেজেটেড, নন্-মিনিস্ট্রিয়াল। মূল মাইনে - ৭ম সিপিসি অনুযায়ী পে ম্যাট্রিক্সে লেভেল-১১ অনুসারে। বয়স - অনূর্ধ্ব ৪০ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে এলএলবি পাশ হতে হবে। সঙ্গে নির্দিষ্ট বছরের অভিজ্ঞতারও আবশ্যকতা রয়েছে।

ক্রমিক নং (৪) ঃ পদের নাম - অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (ফরেনসিক অডিট)। শূন্যপদের সংখ্যা - ১টি। পদটি অসংরক্ষিত। পদটি স্থায়ী, গ্রুপ-বি, গেজেটেড, নন্-মিনিস্ট্রিয়াল। মূল মাইনে - ৭ম সিপিসি অনুযায়ী পে ম্যাট্রিক্সে লেভেল-৮ অনুসারে। বয়স - অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ/ পিজিডিএম (ফিনান্স) অথবা সিএ পাশ। সঙ্গে নির্দিষ্ট বছরের অভিজ্ঞতারও আবশ্যকতা রয়েছে।

ক্রমিক নং (৫) ঃ পদের নাম - পাবলিক প্রসিকিউটর ইন সিবিআই। শূন্যপদের সংখ্যা - ৪৮টি। এর মধ্যে এসসি ৮টি, এসটি ৫টি, ওবিসি ১১টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৪টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২০টি পদ অসংরক্ষিত। নির্দিষ্ট সংখ্যক পদ (২টি) শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে। পদগুলি স্থায়ী, গ্রুপ-এ, গেজেটেড, নন্-মিনিস্ট্রিয়াল। মূল মাইনে - ৭ম সিপিসি অনুযায়ী পে ম্যাট্রিক্সে লেভেল-১০ অনুসারে। বয়স - অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে এলএলবি পাশ হতে হবে। সঙ্গে নির্দিষ্ট বছরের অভিজ্ঞতারও আবশ্যকতা রয়েছে।

ক্রমিক নং (৬) ঃ পদের নাম - জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)। শূন্যপদের সংখ্যা - ৫৮টি। এর মধ্যে এসসি ১০টি, এসটি ৪টি, ওবিসি ১৩টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৫টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২৬টি পদ অসংরক্ষিত। নির্দিষ্ট সংখ্যক পদ (৩টি) শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে। পদগুলি স্থায়ী, গ্রুপ-বি, নন-গেজেটেড, নন্-মিনিস্ট্রিয়াল। মূল মাইনে - ৭ম সিপিসি অনুযায়ী পে ম্যাট্রিক্সে লেভেল-৬ অনুসারে। বয়স - অনূর্ধ্ব ৩০ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্দিষ্ট বিষয় সিভিল নিয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি পাশ হতে হবে। সঙ্গে নির্দিষ্ট বছরের অভিজ্ঞতারও আবশ্যকতা রয়েছে।

ক্রমিক নং (৭) ঃ পদের নাম - জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল)। শূন্যপদের সংখ্যা - ২০টি। এর মধ্যে এসসি ৩টি, এসটি ১টি, ওবিসি ৫টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১০টি পদ অসংরক্ষিত। নির্দিষ্ট সংখ্যক পদ (২টি) শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে। পদগুলি স্থায়ী, গ্রুপ-বি, নন-গেজেটেড, নন্-মিনিস্ট্রিয়াল। মূল মাইনে - ৭ম সিপিসি অনুযায়ী পে ম্যাট্রিক্সে লেভেল-৬ অনুসারে। বয়স - অনূর্ধ্ব ৩০ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্দিষ্ট বিষয় ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি পাশ হতে হবে। সঙ্গে নির্দিষ্ট বছরের অভিজ্ঞতারও আবশ্যকতা রয়েছে।

ক্রমিক নং (৮) ঃ পদের নাম - অ্যাসিস্ট্যান্ট আর্কিটেক্ট। শূন্যপদের সংখ্যা - ১টি। পদটি অসংরক্ষিত। পদটি স্থায়ী, গ্রুপ-বি, গেজেটেড, নন্-মিনিস্ট্রিয়াল। মূল মাইনে - ১৫,৬০০ - ৩৯,১০০ টাকা। বয়স - অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর্কিটেক্ট বিষয় নিয়ে ডিগ্রি পাশ। সঙ্গে নির্দিষ্ট বছরের অভিজ্ঞতারও আবশ্যকতা রয়েছে।

১ লা বৈশাখ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে কলেজ স্ট্রিট বাংলা ভাবনা পরিক্রমা

কলকাতা ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : গত দু'বছরের মতো এ বছরেও, পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে আয়োজিত হতে চলেছে বাংলা ভাবনা পরিক্রমা।

যাবতীয় দ্বেষ-হিংসার বিপরীতে বাংলার মিলনমুখী যৌথতাকে উদযাপনের এই প্রয়াস আবারও নামবে রাজপথে।

বাংলা-ভাবনা-পরিক্রমার পক্ষ থেকে দেবরাজ কোলে এবং সায়ন চক্রবর্তী জানান, "আবহমান কাল ধরে যে ব্যতিক্রমী ইতিবাচকতায় ভরে উঠেছে বাংলার জল-মাটি-হাওয়া, বাংলার লোকসংস্কৃতি, বাংলার সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্প— তারই ছবি উঠে আসবে এই পরিক্রমায়। সেখানে চৈতন্যের প্রেম মিশে যাবে লালনের সুরে, কাদম্বিনীর হাত ধরবেন বেগম রোকেয়া, মাস্টারদার পাশে হাঁটবেন বিপ্লবী বাঘাযতীন।

অবাঙালিকে অপর করে তোলার হিংস্রতা নয়, বাংলা ভাবনায় গুঞ্জরিত হবে 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'র আহবানে।

স্কুলপড়ুয়া কচিকাঁচা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ থেকে শুরু করে স্বপ্নসন্ধানী প্রৌঢ়— সামিল হবেন জীর্ণ-জরা ঝরিয়ে ফেলে চিরনতুনের ডাকে সাড়া দেওয়ার এ পথচলায়। পোস্টারে, প্ল্যাকার্ডে, রং-তুলিতে, গিটার-একতারায় বৈচিত্রের সাতরঙে রঙিন হয়ে উঠবে রাজপথ।

ঝলমলিয়ে উঠবে জাতপাত, পিতৃতন্ত্র, পরধর্মবিদ্বেষ— যাবতীয় আধিপত্য ভেঙেচুরে নতুন দিনের স্বপ্ন। সমস্ত নীচতা, জীর্ণতা এবং ক্ষুদ্রতাকে জয় ক'রে যিনি মানুষকে তথা বাংলা-ভাবনাকে বিশ্বযোগে নতুন জন্ম দিয়েছেন, সেই রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকো থেকে শুরু হয়ে আমাদের মিছিল পৌঁছে যাবে কলেজ স্ট্রিটে— সমাজের যাবতীয় জড়তার বিরুদ্ধে যেখানে তরুণ প্রজন্ম দ্রোহঘোষণা করেছে বারবার। আজকের দিনে, যখন ফ্যাসিস্ট শক্তি বাংলার অসাম্প্রদায়িক সমাজের বুকে বিভেদের বীজ বুনতে চাইছে, উগ্র হিন্দুত্ববাদী আস্ফালনে লড়িয়ে দিতে চাইছে একে অন্যের বিরুদ্ধে— তখন বাংলা-ভাবনা-পরিক্রমা আশ্রয় নেবে শিকড়ের কাছে, ডানা মেলতে চাইবে সেখান থেকেই।"

হলদিবাড়িতে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা ব্যক্তির

কোচবিহার, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : কোচবিহারের হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিবাড়ি রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা এক ব্যক্তির। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম বিনয় রাই (৪৮)।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই ব্যক্তি লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এনজেপিগামী যাত্রীবাহী ট্রেনটি এলাকায় পৌঁছানো মাত্রই ওই ব্যক্তি ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেন। নিহতের স্ত্রী দিপালী রায় জানান, প্রায় ছয়-সাত বছর ধরে তার স্বামী শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। আর্থিক অনটনের কারণে ঠিকমতো চিকিৎসা হচ্ছিল না। তিনি নিজেও দিনমজুরের কাজ করতে পারছিলেন না। সে কারণেই তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। রেলওয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে।

বিদ্যুতে আর ভর্তুকি পাবেন না রাজধানী শহর দিল্লির ৪৬ লাখ পরিবার

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : বিদ্যুতে আর ভর্তুকি পাবেন না রাজধানী শহর দিল্লির ৪৬ লাখ পরিবার। শুক্রবার ১৪ এপ্রিল থেকে এই ভর্তুকির সুবিধা আর পাবেন না দিল্লিবাসী। দিল্লির বিদ্যুৎমন্ত্রী অতিসী শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানিয়েছেন। রাজধানীর বাসিন্দাদের বিদ্যুত বিলে ভর্তুকি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পেছনে দিল্লির উপরাজ্যপালকে দায়ী করেছে আপ।

এদিন আপের তরফে দাবি করা হয়েছে, ২০২৩-২৪ বছরের জন্য বিদ্যুতে ভর্তুকির মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আপ সরকার। সেই ফাইল উপরাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনার কাছে পাঠানোও হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত উপরাজ্যপাল সেই ফাইলে সই করেননি। ফলে সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে চলেছেন ৪৬ লাখ পরিবার।

দিল্লির বিদ্যুৎমন্ত্রী অতিসী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'আজ থেকে আমরা ৪৬ লাখ মানুষকে যে ভর্তুকি দিচ্ছি তা বন্ধ হয়ে যাবে। সোমবার থেকে, মানুষ ভর্তুকি ছাড়াই বিল পাবেন।' তিনি আরও বলেন, 'আপ সরকার আগামী বছরের জন্য ভর্তুকি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু সেই ফাইলটি দিল্লির উপরাজ্যপালের কাছে রয়েছে এবং সেই ফাইল এখনও ফেরত আসেনি।' প্রসঙ্গত আপ সরকার ২০২৩-২৪ সালের বাজেটে বিদ্যুতে ভর্তুকি বাবদ ৩২৫০ কোটি বরাদ্দ করেছে।

বাবাসাহেব স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সমর্থক ছিলেন: খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল(হি.স.) : বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং গণতান্ত্রিক নীতির সমর্থক ছিলেন বলে বললেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

শুক্রবার প্রকাশিত একটি ভিডিওতে ডঃ আম্বেদকরকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে স্মরণ করে, খাড়গে বলেন, আমরা সকলেই বাবাসাহেবকে ভারতের সংবিধানের স্থপতি হিসাবে স্মরণ করি এবং শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আজ বাবাসাহেব এবং আধুনিক ভারতের অন্যান্য স্থপতিরা আমাদের সাংবিধানিক গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে বিপদে আছে। আমাদের গণতন্ত্র হুমকির মুখে। একে বাঁচাতে এবং বাবাসাহেবের নীতি রক্ষায় সকলের এগিয়ে আসা উচিত।

বিজেপিকে আক্রমণ করে খাড়গে বলেন, এই সময়ে বিরোধী দল, সামাজিক গোষ্ঠী, এনজিও, বিচার বিভাগ, মিডিয়া সহ সাধারণ নাগরিকদের জোর করে চুপ করা হচ্ছে। এটা সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য ভালো নয়। বাবাসাহেবের দেখানো পথে চলতে হবে। এজন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

হুমকি উপেক্ষা করে মঙ্গল শোভাযাত্রায় জনজোয়ার ঢাকায়, রমনায় বিশেষ সতর্কতা

ঢাকা, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : চিরকুট পাঠিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছিল নববর্ষ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করা যাবে না। তবে তা উপেক্ষা করেই নামল আগর্হীদের ঢল। এবছরের বিষয় ছিল, 'বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি'। হিংসা ও অস্থিরতা'র 'দাবানল' নেভানোই ছিল এবারের মঙ্গল শোভাযাত্রার 'প্রতিপাদ্য'।

প্রতি বছর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপরে তৈরি হয় মঙ্গল শোভাযাত্রার বিষয়। নববর্ষের দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ থেকে সকাল ৯টা ৮ মিনিটে বের হয় শোভাযাত্রা। উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. আখতারুজ্জামান, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কেএম খালিদ প্রমুখ।

এদিনের শোভাযাত্রা ঘেরা ছিল কড়া নিরাপত্তায়। শান্তি কামনায় একত্রে 'সওয়াল' করলেন শান্তিকামী মানুষ। জাতীয় পতাকা, চারুকলা মুখোশ সহ বিভিন্ন প্রতিকৃতিতে ভরে ওঠে 'জনজোয়ার'। কারও কপালে, মুখে লেখা 'এসো হে বৈশাখ', 'শুভ নববর্ষ'। মহিলাদের পরনে ছিল বৈশাখী শাড়ি, পুরুষদের পরনে ছিল পাঞ্জাবি, ধুতি, লুঙ্গি। মাথায় বাঁধা ছিল গামছা। এদিনের জনসমুদ্রে হারিয়ে গেল 'হুমকি'।

প্রতি বছর ১৪ এপ্রিল পয়লা বৈশাখ উদযাপিত হয় ওপার বাংলায়। নতুন বছরকে বরণ করে নিতে রমনার বটমূলে আয়োজন করা হয় নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। সেই অনুষ্ঠানে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে বাংলাদেশ পুলিশ। শুক্রবার রমনার বটমূলে নববর্ষের অনুষ্ঠান বিকেল ৪টের মধ্যে শেষ করতে হবে বলে নির্দেশিকা জারি করে করেছে ঢাকার পুলিশ। বৃহস্পতিবারই অনুষ্ঠানস্থল ঘুরে দেখেন ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক।

রমনা বটমূলে নিরাপত্তা কড়াকড়ি করার পাশাপাশি গোটা বাংলাদেশজুড়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, টিএসসি, রবীন্দ্রসরোবর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে প্রায় ২ হাজার ৭০০ পুলিশ মোতায়েন থাকছে। রমনাকেন্দ্রিক মোট ৯টি গেট থাকবে। এর মধ্যে চারটি গেট দিয়ে প্রবেশ করা যাবে। বাকি ৫টি গেট দিয়ে প্রবেশ-বাহির হওয়া যাবে। প্রতিটি গেটে পুলিশ, আর্চওয়ে, মেটাল ডিটেক্টর থাকবে। প্রত্যেককে তল্লাশি করে রমনায় প্রবেশ করানো হবে।

শুক্রবার বাংলাদেশে পয়লা বৈশাখ অর্থাৎ বাংলা নববর্ষে রমনা বটমূলে ছায়ানটের সঙ্গীতের মাধ্যমে দিনটির বরণ অনুষ্ঠান শুরু হবে। বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার জন্য ২০০১ সালে জঙ্গি গোষ্ঠী এ রমনা বটমূলে বিস্ফোরণ ঘটায়।

তাতে অনেক নিরীহ লোকের প্রাণহানি ঘটে। তার পর থেকে ডিএমপি প্রতিবছর রমনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রসরোবর ও ঢাকার যেসব স্থানে পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান হয়, সেসব স্থানে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। এর অংশ হিসেবে রমনার বটমূলে ছায়ানটের অনুষ্ঠানস্থলে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রমনা পার্ক সকাল ৬টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। ৪টার মধ্যে সব অনুষ্ঠান শেষ করে রমনা ত্যাগ করতে হবে। চারটার পর আর কাউকে রমনায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

পয়লা বৈশাখেও নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন চলবে

কলকাতা ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : তীব্র গরমেও তাঁদের আন্দোলন একইভাবে চলছে। দাবি একটাই, নিয়োগ চাই। নতুন বছরকে তাঁরা আন্দোলন মঞ্চ থেকেই স্বাগত জানাবেন। নিয়োগের দাবিতে পয়লা বৈশাখের দিন মাতঙ্গিনী মূর্তি ও গান্ধী মূর্তিতে চাকরির দাবিতে অবস্থান করবেন বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীরা। নিয়োগপত্র হাতে না পাওয়া পর্যন্ত তীব্র দাবদাহকে উপেক্ষা করে এভাবেই তাঁরা অবস্থান চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন।

নিয়োগের দাবিতে কোথাও সাড়ে সাতশো দিন, তো কোথাও আড়াইশো দিনের বেশি অবস্থান বিক্ষোভ করছে এসএসসি, প্রাইমারি, গ্রুপ ডি সহ একাধিক বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের সংগঠন। প্রচণ্ড শীতেও তাঁরা খোলা আকাশের নীচে দিন-রাত কাটিয়েছেন। বর্ষায় ভিজেছেন। তাঁদের আন্দোলন তাতে আরও জোরদার হয়েছে। মাতঙ্গিনী মূর্তি থেকে গান্ধী মূর্তি চিত্রটা একই।

তীব্র গরমে যখন শহর কলকাতা পুড়ছে তখন তা উপেক্ষা করেই অবস্থানে বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীরা। এমনকি পয়লা বৈশাখের দিনও একইভাবে অবস্থান বিক্ষোভ করবেন বলে জানিয়েছেন তারা। ২০১৪ সালে প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীরা শুক্রবার বলেন, নিয়োগপত্র না পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে।

করোনায় আক্রান্ত রাজস্থানের রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্র

জয়পুর, ১৪ এপ্রিল(হি.স.) : এবার করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন রাজস্থানের রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্র। শুক্রবার রাজভবন টুইট করে জানিয়েছে, রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্রের কোভিড পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। আপনারা যাঁরা গত কয়েক দিনে তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, দয়া করে নিজেদের পরীক্ষা করে নিন। সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে এবং করোনার গাইড লাইন মেনে চলতে হবে। বর্তমানে তার অবস্থা স্বাভাবিক এবং তিনি আইসোলেশনে রয়েছেন।

উল্লেখ্য, রাজ্যপালের আগে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজেও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। দুদিন আগে জয়পুর রেলস্টেশনে বন্দে ভারত ট্রেনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল। মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নৈতিক আচার্য মুখ্যমন্ত্রীই, বিতর্কিত দাবি শিক্ষামন্ত্রীর

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : ২০০৭ সালে কেন্দ্রের তৈরি পুঞ্জি কমিশনের রিপোর্ট উল্লেখ করে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু রাজ্যপালকে 'শ্বেতহস্তী' বলে মন্তব্য করেছেন শুক্রবার। ব্রাত্য জানিয়ে দিলেন, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে তিনি রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য বলে মানেন না। এভাবেই, ফের রাজভবনের সঙ্গে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দফতরের সংঘাত প্রকাশ্যে চলে এল।

আচার্য হিসাবে প্রায় দিনই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিদর্শনে যাচ্ছেন রাজ্যপাল বোস। শুক্রবার দুপুরে রাজভবনের অদূরে বি আর আম্বেডকরের মূর্তিতে মালা দিতে এসেছিলেন ব্রাত্য। সেখানেই তিনি জানান, তাঁর কাছে ক্ষুব্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নৈতিক আচার্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। যে সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই ২০২২ সালে বিধানসভায় বিল পাশ করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজভবন থেকে সেই বিল পাশ না হওয়ায় এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

সোমবার থেকে শুরু হয়েছে রাজ্যপাল তথা আচার্য বোসের বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন পর্ব। প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে শুরু। তার পর বারাসত বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়েও গিয়েছিলেন বোস। দেখা করেছেন সেখানকার অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। এই সব সফরে বিভিন্ন অনুদানের ঘোষণাও করেছেন রাজ্যপাল। আবার বারাসতে গিয়ে নেতাজি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও ঠিক করে এসেছেন বোস।

ব্রাত্য প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যপালের এই সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েই। তিনি জানতে চেয়েছেন, "যে অনুদান উনি ঘোষণা করেছেন, সে তো সরকারি অর্থ। উনি কী ভাবে তার ভিত্তিতে শিক্ষা দফতরের সঙ্গে কোনও কথা না বলে এমন ঘোষণা করতে পারেন?"

ব্রাত্যের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, তিনি ইতিমধ্যে রাজ্যপালের সঙ্গে ফোনে কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর ফোনও ধরেননি রাজ্যপাল। শুক্রবার তাই সাংবাদিক বৈঠক করে ব্রাত্য এক রকম সময় বেঁধে দিয়েছেন রাজ্যপালকে। ২০২২ সালের যে বিল বিধানসভায় পাশ করিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসাবে ঠিক করা হয়েছিল, সেই বিলের প্রসঙ্গ তুলে ব্রাত্য জানিয়েছেন, রাজ্যপাল সই না করলে দরকারে তিনি আবার বিধানসভায় ওই বিল পাশ করাতে পারেন।

২০২২ সালের জুন মাসে যখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের সংঘাত চরমে, তখনই বিধানসভায় বিল পাশ করিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তার পর সেই বিলে অনুমোদন নেওয়ার জন্য রাজভবনেও পাঠানো হয়েছিল। ধনকরের আমলে সেই বিল আশানুরূপ ভাবেই অনুমোদন পায়নি। পরে রাজ্যের রাজ্যপাল বদল হওয়ার পরও রাজভবন থেকে বিলটি রাজ্য সরকারের কাছে এসে পৌঁছয়নি। এ প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের একটি পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করে ব্রাত্য বলেন, "শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুসারে কোনও বিল রাজভবনে দু'সপ্তাহের বেশি থাকতে পারে না। কিন্তু বাংলার রাজ্যপালের কাছে ওই বিল ১০ মাস ধরে পড়ে রয়েছে। এ প্রসঙ্গেই রাজ্যপালের নাম না করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "উনি হয় বিল সই করে দিন নয়তো আমরা আবার বিধানসভায় পাশ করাব। দরকার হলে দু'বার পাশ করাব।"

কেন্দ্রের কাছে ভিক্ষা না চেয়ে আর্থিক দিক সামাল দিতে মমতাকে তোপ দিলীপের

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : কেন্দ্রের কাছে ভিক্ষা না চেয়ে আর্থিক দিক সামাল দিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরামর্শ দিলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। জানালেন, এবার থেকে প্রতিমাসেই বঙ্গ সফরে আসবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ধনধান্য অডিটোরিয়াম নিয়েও রাজ্য তথা মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধলেন দিলীপবাবু। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "কেন্দ্রের কাছে ভিক্ষা চাইব না শাড়ির আঁচল পেতে ভিক্ষা চাইব।" এই মন্তব্যের পালটা দিলীপবাবু শুক্রবার বলেন, সকাল থেকে টাকা টাকা করেন কেন? আর কোনও কথা শুনি না ওনার মুখে। সকাল থেকেই টাকা, বিকেল হলেও টাকা, রাতেও টাকা! কেন্দ্রের কাছে ভিক্ষা না চেয়ে যদি আর্থিক দিক সামাল দেওয়া যায়, তাহলে কেন লোক রাস্তায় বসে আছে? ডিএ আন্দোলনকারীদের দাবি পূরণ করে ওদের বাড়ি পাঠান।"

শুক্রবার সকালের বিমানে আন্দামান যান দিলীপ ঘোষ। তার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়েন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি তথা সংসদ দিলীপ ঘোষ। সেখানেই রাজ্য সরকারকে একহাত নেন। অমিত শাহের বঙ্গ সফর নিয়ে দিলীপ বলেন, "প্রতিমাসেই আসবেন। লোকসভার প্রস্তুতির জন্য তার এই বঙ্গ সফর।"

ধনধান্য অডিটোরিয়াম উদ্বোধন প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী ডিএ দিতে পারছেন না অথচ ৪৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন করছেন। স্বাভাবিকভাবেই লোকের মনে প্রশ্ন উঠছে নানারকম। ডিএ-র জন্য ধরনা চলছে আর এত কোটি টাকার ভবন তৈরি করার মানে কী? পশ্চিম বাংলায় অডিটোরিয়াম কম নেই। এত অডিটোরিয়াম থাকা সত্ত্বেও উনি প্যাণ্ডেল বেঁধে প্রশাসনিক বৈঠক করেন। আর এই অডিটোরিয়াম দেওয়া হয় না আমাদের প্রোগ্রাম করার জন্য। তাহলে কেন এত খরচ?"

২১ লাখ টাকার সোনার বিস্কুটসহ ধৃত পড়ল চোরাকারবারি

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : তিনটি সোনার বিস্কুটসহ এক চোরাকারবারীকে আটক করেছে মুর্শিদাবাদ জেলা সংলগ্ন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)। বাজেয়াপ্ত সোনার ওজন ৩৪৯.৯১ গ্রাম। যার আনুমানিক মূল্য ২১ লাখ ৩৬ হাজার ২০০ টাকা। শুক্রবার বিএসএফের তরফে জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার সীমান্ত চৌকি এট্রোসিয়ার কাছে সন্দেহজনক কার্যকলাপ দেখে এক কৃষককে থামানো হয়। সীমান্তের ওপারে মাঠে কাজ করে ফিরছিলেন তিনি।

গৌহাটি হাইকোর্টের প্ল্যাটিনাম জুবিলির সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : গৌহাটি হাইকোর্টের প্ল্যাটিনাম জুবিলির সমাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ শুক্রবার গুয়াহাটির শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিনি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়া, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু, গৌহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সন্দীপ মেহতা, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা, অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হৃষিকেশ রাই প্রমুখ বহুজন।

প্ল্যাটিনাম জুবিলির সমাপণ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেছেন গৌহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সন্দীপ মেহতা। তাঁর ভাষণে দেশের বিচার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রিজিজু, অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা এবং অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বিচার ব্যবস্থার মানোন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা করেন। গৌহাটি হাইকোর্টের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী সহ অন্য বিশিষ্টজনরা। এছাড়া 'আসাম কপ' নামে রাজ্য পুলিশের একটি মোবাইল ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনও চালু করেন প্রধানমন্ত্রী। এর মাধ্যমে যানবাহনের নিবন্ধন শনাক্ত করা যাবে। তাছাড়া যে কোনও এফআইআরও এর মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া যাবে।

"বাবা সাহেব আম্বেদকর যাত্রা" ভারত গৌরব ট্যুরিস্ট ট্রেন নিজামুদ্দিন রেলওয়ে স্টেশন থেকে রওনা

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : ভারত গৌরব ট্যুরিস্ট ট্রেন "বাবা সাহেব আম্বেদকর যাত্রা" শুক্রবার হজরত নিজামুদ্দিন রেলওয়ে স্টেশন থেকে পতাকা দেখালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ বীরেন্দ্র কুমার এবং সংস্কৃতি, পর্যটন ও উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন মন্ত্রী জি.কে. কিষাণ রেড্ডি।

এই উপলক্ষ্যে ডঃ বীরেন্দ্র কুমার দলিত ও অনগ্রসর শ্রেণীর অধিকার এবং বাবাসাহেব আম্বেদকর কর্তৃক তাদের সামাজিক উন্নতিতে বাবা সাহেবের অবদানের উপর আলোকপাত করেন এবং তিনি এই ট্রেন চালানোর জন্য রেলওয়ের প্রশংসা করেন। যদিও রেড্ডি বলেন, পর্যটকরা এই ট্রেনে তাদের ৮ দিনের যাত্রায় বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের জীবন এবং বুদ্ধের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত স্থানগুলি পরিদর্শন করবেন। এই ট্রেনটি ভারতের "দেখো আপনা দেশ" ধারণাকে পূর্ণ করে।

দিল্লি থেকে রওনা হওয়ার পর, ৭ রাত ৮ দিনের যাত্রার এই ভারত গৌরব ট্যুরিস্ট ট্রেনটি প্রথম স্টপেজে বাবাসাহেবের জন্মস্থান (ভীম জন্মভূমি) মধ্যপ্রদেশের ডঃ আম্বেদকর নগর (মহু) পৌঁছাবে। এর পরে ট্রেনটি নাগপুর রেলওয়ে স্টেশনের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে যেখানে পর্যটকরা নবায়ন বৌদ্ধধর্মের একটি মর্য্যাদাপূর্ণ স্মৃতিস্তম্ভ দীক্ষা ভূমি পরিদর্শন করবে। সেখান থেকে ট্রেন ছাড়বে সাঁচির উদ্দেশ্যে।

সাঁচিতে আমরা বিখ্যাত সাঁচি স্তূপ এবং অন্যান্য বৌদ্ধ স্থান পরিদর্শন করব। সাঁচির পরে, এই ট্রেনটি তার পরবর্তী গন্তব্য বারাণসীতে যাবে, যেখানে পর্যটকরা সারনাথ এবং কাশী বিশ্বনাথ মন্দির দেখতে পারবেন। এই ট্রেনের পরবর্তী এবং চূড়ান্ত গন্তব্য হবে গয়া রেলওয়ে স্টেশন, যেখানে পর্যটকদের বোধগয়ার পবিত্র স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে এবং মহাবোধি মন্দির এবং অন্যান্য মঠ দেখতে পারবেন।

বহি রাজ্য থেকে ত্রিপুরার কবি সম্মাননা

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। পেশায় শিক্ষকতার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যকে আপন করে নিয়ে যিনি সর্বদা লিখছেন ত্রিপুরার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ওনার লেখা হাজারেরও বেশি ছোটদের জন্য ছড়া এবং কবিতা থেকে পাওয়া যায় সমাজ সচেতনতার প্রয়াস এবং সেবামূলক মানসিকতা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যমূলক মূল্যবান বার্তা। তিনি পশ্চিম ত্রিপুরার নরসিংগড় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দীপক রঞ্জন কর। বাসস্থান ঊষা বাজার বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায়, তিনি এলাকার সকলের জনপ্রিয় একজন সৎ আদর্শবান মানুষ। তিনি অনলাইনে বিশ্ব বঙ্গ বাংলা সাহিত্য একাডেমি অনুমোদিত বিভিন্ন কবিতা সংস্থার সাহিত্য পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে লিখেছেন বহু সংখ্যক কবিতা,মজাদার ছড়া, অণু গল্প যা ত্রিপুরা রাজ্য ছাড়াও বহিরাজ্যে তথা পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং বাংলাদেশের পাঠকদেরকেও করেছে মুগ্ধ উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত। ত্রিপুরা এবংবহিরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ,আসাম থেকে পেয়েছেন অনেক অনলাইন সাহিত্য কবি সম্মাননা সনদ। অনলাইনে পরপর কয়েকবার তিনি কলিকাতা কবিতা উৎসব, আন্তর্জাতিক বইমেলা এবং কবি সম্মেলনে আমন্ত্রণ পান। সেখান থেকে কুড়িয়ে আনেন ত্রিপুরার সম্মান। বিভিন্ন সম্মাননায় হন ভূষিত। সম্মেলনে উপস্থিত না থাকতে পারলে কোরিয়ার মাধ্যমে পৌঁছে যায় উনার বাড়িতে ওনার বই এবং সার্টিফিকেট মেডেল ইত্যাদি। ওনার লেখা কবিতা বাংলাদেশ নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানে পাঠ করেন ওই দেশের বিখ্যাত আবৃত্তিকার।এ বছর কলিকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা-২০২৩-এ ওনার পাঁচ টি যৌথ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ হয় বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে। গত ০৯/০৪/২৩ তারিখ কলিকাতর শিয়ালদহের কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ মেমোরিয়াল হলে আনুষ্ঠানিক ভাবে উনার একটি যৌথ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং সম্মান জ্ঞাপন করা হয় এখন পর্যন্ত উনার যৌথ কাব্যগ্রন্থ গুলি যথা,-- 'ত্রিপুরা৫০',''একগুচ্ছ প্রেম গাঁথা',' মাটির ঘ্রান',' কিছুক্ষণের অতিথি'কুসুম অণু কাব্যমালা,'নৌকা',স্বপ্নপুরী,মৃন্ময়ী ,নবোন্মেষ,'নানান রঙের ছড়া' ইত্যাদি। কবি দীপক রঞ্জন কর আমাদের শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা রাজ্যের গর্ব।

অফার

● **আটের পাতার পর**

মজুরিতে ১০০ শতাংশ ছাড়। এছাড়া প্রতিদিন লাকি ড্রতে ৩টি করে সোনার মুদ্রা জেতার সুযোগ থাকছে। মেগা ড্রতে ৩টি স্কুটি। সব মিলিয়ে অক্ষয় তৃতীয়ায় গ্রাহকদের জন্য অনেক আকর্ষণীয় উপহারের ডালি সাজিয়ে রাখছে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স। এছাড়া সোনায় সোহাগা (সোনা ও হিরের গয়না কেনাকাটার জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট স্কিম) ও পুরোনো সোনার গয়না দিয়ে নতুন গয়না কেনার সুযোগও থাকছে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে, প্রেস প্রিভিউ-তে উপস্থিত ছিলেন টলিউড অভিনেত্রী- তনুশ্রী চক্রবর্তী, দেবলীনা কুমার, সায়ন্তনী গুহঠাকুরতা ও সংস্থার ডিরেক্টর অর্পিতা এবং রূপক সাহা। এই প্রতিষ্ঠানের অক্ষয় তৃতীয়া স্পেশাল সোনা ও হিরের গয়না আজ সবার সামনে তুলে ধরা হয়। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর কর্ণধার রূপক সাহা বলেন- "প্রাকৃতির অক্ষয় সম্পদে আমরা সবাই ধনী। অক্ষয় তৃতীয়ার পূণ্য দিনে সবাই মিলে চাইবো আমাদের প্রকৃতি সহ সব সম্পদ অক্ষয় থাকুক। তাহলেই আমাদের জীবনে সত্যিকারের সমৃদ্ধি ও শান্তি আসবে।" আমরা সবাই জানি, সোনা খুবই শুভ। তাই এরকম শুভ দিনে সোনা কিনে তার উজ্জ্বল ছটা আমাদের জীবনে, পরিবারে পবিপূর্ণ করতে সকলেই চাই। এতে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি আসে। এবছর অক্ষয় তৃতীয়ায় হিরে ও সোনার নতুন নতুন কালেকশনে আমাদের শোরুম ঝলঝল করছে। এছাড়া প্রতিবছরের মতো প্রচুর উপহার ও অফারও থাকছে।" -জানালেন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর আরেক কর্ণধার অর্পিতা সাহা। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অফারটি ১৭ এপ্রিল থেকে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স - এর ত্রিপুরা (আগরতলা, খোয়াই, ধর্মনগর ও উদয়পুর) ও কলকাতার (গড়িয়াহাট, বেহালা ও বারাসাত) সব কটি শোরুমেই চলবে। সব ধরনের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করা হবে। এছাড়া এই সময় সব শোরুমই পূর্ণ দিবস খোলা থাকবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নতুন বছর

● **আটের পাতার পর**

আয়োজিত হয়েছে এবারও। রাজধানীর প্রতাপগড় লংকামুড়া চানমারি বলদাখাল সহ বিভিন্ন এলাকায় এই চড়ক পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। এই পুজায় প্রচলিত লোক সংস্কৃতির বিশেষ কিছু রীতি রয়েছে। যেমন জলন্ত ছাইয়ের উপর হাঁটা, কাঁটা, ছুরি বা ধারালো কিছুর উপর লাফানো, অগ্নিনৃত্য ইত্যাদি এই পুজোর বিশেষ অঙ্গ। মনে করা হয়, নানা রকমের দৈহিক যন্ত্রণা ধর্মের অঙ্গ। চড়ক গাছের সাথে ভক্তদের লোহার বড়শি দিয়ে গেঁথে দ্রুতবেগে ঘোরানোর রীতি রয়েছে। সেইসাথে পিঠে, হাতে, পায়ে, জিভে এবং শরীরের নানা অঙ্গে লোহা গেঁথে দেওয়া হয়। যদিও সময়ের সাথে সাথে এবং আধুনিকতার ছোঁয়ায় যুগ যুগ ধরে চলে আসা বাংলা ও বাঙালির এই ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতি আজ বিলুপ্তির পথে। তবুও রাজধানীর প্রতাপগড় লংকামুড়া চানমারি বলদাখাল সহ বিভিন্ন জায়গায় এদিন চৈত্র মাসে বাড়ি বাড়ি শিবের গাজন, চৈত্র সংক্রান্তির দিনে চড়ক পুজোর প্রচলন লক্ষ্য করা গেছে। উপজাতিরাও তাদের চিরাচরিত গড়িয়া বিজু বৈশ্য মত পার্বণ রয়েছে যা চৈত্র সংক্রান্তির শেষ দিকেই অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে। জাতি ও উপজাতি সকল অংশের মানুষ এই সম্প্রীতির মেলবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন। ইংরেজি নববর্ষের মত বাংলা নববর্ষে চাকচৌক্য বা জৌলশ না থাকলেও উৎসাহ বা আনন্দের কোন ভাটা পড়ে নি। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আয়োজন করেছে বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণের। শুক্রবার সন্ধ্যায় কাব্য লোকের উদ্যোগে আগরতলার তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় অনুষ্ঠিত হয় বিদায় অনুষ্ঠান। আগামীকাল হবে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত ছৌ নৃত্য পরিবেশিত হবে। রাজ্যের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের শিল্পীরা দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়া নতুন বছরে রবীন্দ্রভবনে হবে ত্রিপুরা দর্পণের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত গোটা রাজ্য। কাক ভোরে অনেকেই নদীর জলে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পনও করবেন। মন্দিরে মন্দিরে হবে পুজপাঠ। বাড়িতেও বিভিন্ন পূজার আয়োজনের মধ্য দিয়ে নতুন বছরের শুভ সূচনা হবে। এরপর বাঙালি মেতে উঠবে ভুরি ভোজে। টুইটারে ভেসে উঠবে নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময়। আলিঙ্গনের পর্ব শেষ হলেও ইন্টারনেটে যুগে এখনো নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাতে ভুলে না আম আদমি। বিদায় ১৪২৯ স্বাগত ১৪৩০।

বিকল

● **আটের পাতার পর**

জানিয়ে দিয়ে উনার দায়িত্ব শেষ করেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের স্থানীয় আধিকারিকদের পক্ষ থেকে দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের বার বার যোগাযোগ করলে হয়তো বা নিশ্চয়ই অক্সিজেন প্ল্যান্ট দুটো অনেক দিন আগেই সারাই হয়ে যেত বলে অনেকেরই অভিমত। এব্যাপারে তেরো এপ্রিল বৃহস্পতিবার দুপুরে ঊনকোটি জেলার মূখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড: জে.বি দারলং-কে দুটো অক্সিজেন প্ল্যান্ট নিয়ে জিজ্ঞেস করলে উনিও স্বীকার করেন যে, দীর্ঘদিন ধরেই অক্সিজেন প্ল্যান্ট গুলো বিকল হয়ে রয়েছে। এবং জেলা হাসপাতালের অক্সিজেন প্ল্যান্টের পার্টস ত্রিপুরায় এবং গৌহাটিতে পাওয়া যায় নি। ব্যাংগালোরে এই পার্টস রয়েছে। খুব শীঘ্রই ব্যাংগালোর থেকে পার্টস আনা হবে। তাছাড়া রাজিব গান্ধী মেমোরিয়াল মহকুমা হাসপাতালের অক্সিজেন প্ল্যান্টটি নষ্ট হবার পর দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের জানানো হয়েছে কিন্তু উচ্চ দপ্তরের আধিকারিকরা সম্পুর্ন উদাসীন। তবে, মূখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সাথে আলোচনা করে আরেকটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, এই অক্সিজেন প্ল্যান্ট দুটো বিকল থাকার পরও চলতি মাসের গত দশ এপ্রিল সারা রাজ্যের সাথে কৈলাসহরেও এই বিকল দুটো অক্সিজেন প্ল্যান্টকে নিয়েই করোনা ভাইরাসের সংক্রমনের উপর মক ডিল করা হয়। এই মক ডিলে দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন বলে জানান ড: জে.বি দারলং

পরীক্ষার্থীরা

● **আটের পাতার পর**

আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরীক্ষার্থীদের বক্তব্য টেট ওয়ান এবং টেট টু- তে প্রশ্নপত্র ত্রুটিযুক্ত। সেগুলির মার্কস প্রদান করাই তাদের মূল দাবি ছিল। কিন্তু বোর্ড টেট ওয়ানে মাত্র একটি স্টার ও টেট-২ তে চারটি স্টার দিয়েছে। গত ৬ এপ্রিল ফাইনাল এন্সার কি প্রকাশ করা হয়। এই ক্ষেত্রে ত্রুটি গুলি বিবেচনা করেনি টি আর বি টি -র বিশেষজ্ঞরা। তাই বাধ্য হয়ে প্রশ্ন ও রেফারেন্স নিয়ে ফের ডেপুটেশন প্রদান করতে চায় পরীক্ষার্থীরা। এই সমস্যার সমাধানের দাবি জানান পরীক্ষার্থীরা।

বাংলাকে গ্রাস করে নিচ্ছে পাশ্চাত্য

● **প্রথম পাতার পর**

সেখানেই উচ্চারিত হয়েছে বন্দে মাতরম। আজ এই বন্দে মাতরম প্রতিটি রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হয়েছে। সবাই বন্দে মাতরমে জেগে উঠে। এই বন্দে মাতরম বঙ্কিমচন্দ্রের অনবদ্য সৃষ্টি। শুধু তাই নয়, আমরা ভারতবাসী হিসাবে বাঙালী হিসাবে গর্ব করতে পারি যে ভারতের জাতীয় সংগীতের প্রণেতা বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন গণ মন অধিনায়ক... আজ সারা ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যের মানুষ এই জাতীয় সংগীতে মুখর হয়। বাংলা ও বাঙালীর এই গর্বকে আমরা অনেক বেশী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে পারি। একথা আমাদের অনেক বেশী উদ্বুদ্ধ করে যে, বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা কবিতা থেকে নেয়া। 'ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'।

আজকের এই নববঙ্গাব্দের সূচনা লগ্নে আমরা বাংলা ভাষার সেই ইতিহাস, তার বিস্তৃতি স্মরণ করতে চাই। যদি আমরা বিস্মৃত হই তাহলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা সরকারি স্তরে চালুর দাবীতে আন্দোলন সংগ্রাম দেখা যায় না। অথচ অন্যান্য রাজ্যে সেই রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ভাষা সরকারি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। আসামে অহমিয়া, উড়িষ্যায় উড়িয়া, তামিলনাড়ুতে তেলেগু বিভিন্ন রাজ্যে নিজস্ব ভাষা সরকারি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেখানে ইংরেজির আগ্রাসন নেই। ত্রিপুরায় এত এত রাজনৈতিক দল নেতা রয়েছেন যাদের মুখে বাংলা ভাষা সরকারি ভাষা হিসাবে কার্যকর করার জন্য কোন আওয়াজ তুলেন না। এটা খুবই বেদনার। আর এইভাবে চলতে থাকলে বাংলা ভাষার ইতিহাস হারিয়ে যাবে। তার সৃষ্টি আটকে যাবে। বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাসের যে গৌরব তাকে কোন অবস্থাতেই ধুলায় লুটিয়ে দেয়া যায় না। আজকের এই বাংলা নববর্ষের যাত্রা শুরুর দিনে আমার বিনম্র নিবেদন এই বাংলাকে জাগতে হবে, বাংলাকে জাগাতে হবে। না হলে আমদের অনেক কিছু হারিয়ে যাবে। আজকের এই পড়ন্ত বেলায়, শারিরীক অসুস্থতা সত্বেও বাংলা নববর্ষ সম্পর্কে, বাংলা ভাষা সম্পর্কে কিছু না বললে ইতিহাসের কাছে ক্ষমা পাব না। আমরা জানি বাংলা ভাষা আমাদের প্রাণের ভাষা। এই ভাষার ছোঁয়ায় আমরা জেগে উঠি। যে ভাষা মাতৃভাষা। সেই ভাষাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসার তাগিদ আছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা ছিল বাংলা ভাষা। পশ্চিমী পাকিস্তানি শাসক বাংলা ভাষাভাষিদের উপর উর্দু চাপিয়ে দেয়ার নগ্ন আস্ফালন বাংলা ভাষাভাষি মানুষকে স্বাধীনতার যুদ্ধের প্রেরণা এনে দেয়। ভাষার প্রতি অবহেলা একটি রাষ্ট্রকে তছনছ করে দিতে পারে। তার প্রমাণ পাকিস্তান। একটি ভাষা একটি দেশের জন্ম দেয়। বাংলাদেশের ইতিহাস সেই প্রমাণই রেখে গিয়েছে। বাংলা কতবেশী উদার তার প্রমাণ রেখেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইংরেজি ভাষার প্রতি অনুরক্ত হয়ে তিনি সাহিত্য সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন। কিন্তু, সেখানে তিনি কোন যোগ্য মর্যাদা পাননি। শেষ পর্যন্ত তিনি বাংলা ভাষার সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। বাংলাদেশের সাহিত্যকে তিনি এক লহমায় বিশাল উচ্চশিখড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাংলা ভাষাকে উর্বর করেছে। সুতরাং ইতিহাস সত্য এটাই যে বাংলা ভাষা আবার জেগে উঠবে নতুন করে, নতুন প্রেরণা নিয়ে। এই নববর্ষের প্রথম লগ্নে আমার প্রত্যাশা বিফল হবে না। পড়ন্ত বেলায় আমার এই আকুতি নিশ্চয়ই মূল্যহীন হয়ে যাবে না।

যথাযোগ্য মর্যাদায়

● **প্রথম পাতার পর**

প্রাসাদ প্রাঙ্গণে ডঃ বি আর আম্বেদকরের মর্মর মূর্তিতে মাল্য দান করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ডঃ বি আর আম্বেদকরের ছোটবেলা থেকেই বিদ্বেষ মূলক আচরণ সহ্য করতে হয়েছে। তারপর তিনি সংবিধান রচনা করে সঠিক পথ দেখিয়েছেন দেশবাসীকে। তাঁর জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে সরকারের ছুটি ঘোষণা করার জন্য শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী। ভারতীয় জনতা পার্টি তপশিলি জাতি মোর্চার উদ্যোগে ডঃ বি আর আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা, মন্ত্রী সুধাংশু দাস, মেয়র দীপক মজুমদার এবং তপশিলি জাতি মোর্চার রাজ্য সভাপতি টুটন দাস সহ বিজেপির অন্যান্য কার্যকর্তারা। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে বক্তব্য রেখে বলেন, ডঃ বি আর আম্বেদকর সহ যারা মহাপুরুষ রয়েছেন তাদের সকলের কথা স্মরণ করে সরকার এগিয়ে চলেছে। এবং সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকর দেশে সব অংশের মানুষের কথা চিন্তাভাবনা করে ছয়মাস বহু পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে সংবিধান রচনা করেছেন। এদিন প্রদেশ কংগ্রেস এস সি সেলের উদ্যোগে ডঃ বি আর আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন এসি সেলের চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস, প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক জয়দীপ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। এদিকে ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে ডঃ বি আর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। রাজধানীর সিটি সেন্টারের সামনে বি আর আম্বেদকর এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান সংগঠনের সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুধন দাস। তিনি বলেন, ডঃ বি আর আম্বেদকরের অবদানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ভারত স্বাধীন হওয়ার পর সংবিধান রচনা করা। তিনি এদিন বিজেপির মূল শক্তি আর এস এস -এর সমালোচনা করে বলেন ১৯৪৯ সালে ২৬ শে নভেম্বর সংবিধান পরিষদ যখন সংবিধান গ্রহণ করেন তখন আর এস এস এই সংবিধানের বিরোধিতা করেছিলেন। এবং আর এস এস মনু স্মৃতিকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করার জন্য দাবি তুলেছিল।

এই মনু স্মৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চতুরবর্ণে বনে বিভক্ত। এবং বর্ণবাদকে বিভক্ত করা। বর্তমানে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে যে বিজেপি পরিচালিত সরকার রয়েছে তারা সংবিধানকে পদদলিত ও মান্যতা না দেওয়ার চেষ্টা করছে। ২০১৪ সালে সরকারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তারা দেশে এ ধরনের প্রচেষ্টা করে চলেছে বলে তীব্র সমালোচনা করেন উপস্থিত সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন বিধায়ক সুধন দাস। সংবিধানের রচয়িতা ডাঃ বি আর আম্বেদকরের জন্ম দিন উপলক্ষ্যে শুক্রবার কিষাণ মোর্চার বনমালীপুর মন্ডলের উদ্যোগে রাজধানীর মঠ চৌমুহনী বাজার এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন সাধারণ মানুষের মধ্যে গাছের চারা তুলে দেন তিনি। প্রদেশ সভাপতি জানান গত ৬ এপ্রিল থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সেবা সপ্তাহ উদযাপন করা হচ্ছে। সামাজিক কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় চড়ক মেলা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া/শান্তিরবাজার, ১৪ এপ্রিল।। বাঙ্গালীর ১২ মাসে ১৩ পার্বন। এরমধ্যে রয়েছে চৈত্র সংক্রান্তি। চৈত্রমাসের শেষের দিনে সকল বাঙ্গালী হিন্দুধর্মের রীতিনিতিমেনে চড়কগাছ পরিক্রমা করেন। এই চড়ক গাছ পরিক্রমার মধ্যে সমগ্র শান্তির বাজার মহকুমা জুরে বেতিক্রমী কর্মসূচী করেযাচ্ছে বাইখোড়া স্বদেশ নগরের অনন্ত বিশ্বাস পাড়ায় কল্যানকামী যুব সংঘের সদস্যরা। সংঘের উদ্দ্যোগে একই চড়কে ১০১ টি মহাদেবের প্রতিমা নিয়ে চড়কগাছ ঘুরানোহয়। এই অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে শুভসূচনা করলেন রাজনগর বিধানসভার বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার। উদ্ভোধকের পাশাপাশি আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিতছিলেন কল্যানকামী যুব সংঘের সেক্রেটারী রঞ্জীত মজুমদার, প্রেসিডেন্ট অমর বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা। যাদের উদ্দ্যোগে আজকের এই বেতিক্রমী অনুষ্ঠানের আয়োজন করাহয়েছে উনারাহলো কল্যানকামী সংঘের একনিষ্ঠ সদস্য আশিষ দাস, তাপস পাটারী, সিদ্বার্থ বরুয়া, প্রদীপ মজুমদার। আজকের এই ১০১ টি মহাদেবের মূর্তির পরিক্রমাকে কেন্দ্রকরে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে ব্যাপকহারে লোকসমাগমঘটে। এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে কমিটির সদস্য জানান দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ এইজায়গায় একই চড়কগাছে ১০১ টি মহাদেব প্রতিমা পরিক্রমা করানো হচ্ছে। এইবছরও অন্যান্যবছরেরন্যায় ঐতিয্যবাহীধারাকে টিকিয়ে রাখতে সংঘের উদ্যোগে এই কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচি আগামী দিনেও জারী থাকবে বলে জানান কমিটির সদস্য। আজ বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে চড়ক মেলা প্রায় একপক্ষ কাল ধরে গাজন নৃত্যের পর প্রথা অনুযায়ী বছরের শেষ দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে এই চরক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। শতবর্ষ প্রাচীন বিলোনিয়ার ঐতিহ্যবাহী চড়ক মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন কালিনগরে। প্রচন্ড গরমের মধ্যেও এই চড়ক মেলাতে হাজার হাজার লোকের সমাগম ঘটেছে। তবে আক্ষেপের বিষয় সবার গলায় ফুটে উঠে আগে এই মেলায় দু"দেশের মানুষ একাকার হয়ে আনন্দ উপভোগ করত। বর্তমানে সীমান্তে তারকাটার বেড়া দেওয়ার ফলে বাংলাদেশের মানুষজন এই মেলায় আসতে পারে না। তবে বর্তমান প্রযুক্তির যুগে চড়ক মেলা এবং গাজন নৃত্য যে অনেকটা জৌলুস হারিয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবুও উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আগামী দিনে বিষয়টা গুরুত্বসহকারে দেখার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে বলে জানান উদ্যোক্তারা।

পানীয় জলের সংকট নিরসনে এগিয়ে এল সিআরপিএফ জওয়ানরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ এপ্রিল।। মন্ত্রীর বিধানসভা এলাকায় পানীয় জলের সমস্যার সমাধানে এবার এগিয়ে এলো কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। খবরে প্রকাশ, ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীন বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে তীব্র পানীয় জলের সঙ্কট চলছে। এবার এই পানীয় জলের সঙ্কট মোচনে মানুষের ত্রাতা হয়ে এগিয়ে এলেন দেশ সেবার কাজে নিযুক্ত জওয়ানরা। শুক্রবার সি.আর.পি.এফ ৭১ নং বাহিনীর উদ্যোগে রামকৃষ্ণপুর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও এলাকাবাসীদের জন্য পানীয় জলের রিজার্ভার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এতে করে যেমন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা উপকৃত হবেন সেইসাথে উপকৃত হবেন এলাকার জনগণ। সিআরপিএফ বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,, দেশ রক্ষার কাজের পাশাপাশি মানুষের জন্য সামাজিক কাজেও তারা প্রতিনিয়ত মানুষের পাশে ছিলেন আছেন এবং আগামী দিনেও থাকবেন। এই সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সি.আর.পি.এফ ৭১ নং বাহিনীর কমান্ডেন্ট রাম পাইলট, সি.আর.পি.এফ ৭১ নং বাহিনীর ও.সি ওম বীর সহ অন্যান্যরা।

বিজেপি ডক্টর সেলের উদ্যোগে কদমতলায় স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। বিজেপি চিকিৎসক সেলের উদ্যোগে বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা বিধানসভার সরসপুরে ঠেকনী শিতলী বাড়িতে এক মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় জনতা পার্টির ৪৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে উঃ ত্রিপুরা জেলা বিজেপি চিকিৎসক সেলের উদ্যোগে ৫৪ কদমতলা কুর্তি বিধানসভার সরসপুর শক্তি কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় ঐতিহ্যবাহী ঠেকনী শিতলী বাড়িতে এক মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন উঃ জেলা বিজেপি চিকিৎসক সেলের কো-ইনচার্জ ডাঃ বিধায়ক ভট্টাচার্য্য, উঃ ত্রিপুরা জেলা বিজেপি সহ সভাপতি জহর চক্রবর্তী, দিলীপ গোস্বামী ,বিজিত প্রার্থী দিলীপ তাঁতী , মণ্ডল সভাপতি রাজা ধর সহ জেলা চিকিৎসক সেলের চিকিৎসকরা। শিবিরে প্রায় ৫০ জন রোগী চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। ডক্টর সেলের কো ইনচার্জ ডাঃ বিধায়ক ভট্টাচার্য্য জানান যে, বিগত ৫ বছর ধরে উঃ ত্রিপুরা জেলায় বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় চিকিৎসক সেলের সুদক্ষ চিকিৎসকরা বহু সংখ্যক স্বাস্থ্য শিবির করেছেন। একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি সমগ্র ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম চিকিৎসক সেলের মাধ্যমে সমাজের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও স্বাস্থ্য শিবির করে চলেছে। আগামী দিনেও এ ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে তাদের তরফ থেকে জানানো হয়।

নববর্ষে

● **প্রথম পাতার পর**

দেয়। ফলে, ইলিশের উচ্চ মূল্য অনেককেই এই মাছের স্বাদ পেতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই, সরকার চিন্তা করেছে নতুন বছরের আনন্দঘন মুহূর্তে ইলিশ আম জনতার সাধ্যের মধ্যে আনা হোক। তিনি বলেন, ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারিজ কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের অধীনে মহারাজগঞ্জ বাজারে বিপনী কেন্দ্র খোলা হবে। সেখানে ভর্তুকি মূল্যে সকলেই ইলিশ কিনতে পারবেন। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানে ইলিশ পাওয়া যায় আরও এমন ১৫টি বিপনী কেন্দ্র খোলা হবে। সেখানেও ভর্তুকি মূল্যে ইলিশ মিলবে।

সাধারণত, ত্রিপুরায় পদ্মার ইলিশ কেজি প্রতি ১৫০০ থেকে ১৮০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। ওই বিপনী কেন্দ্রে ইলিশ প্রতি কেজি ১০৭০ টাকা দরে সাধারণ মানুষ কিনতে পারবে। তাছাড়া, কম ওজনের আরও দুই ধরণের ইলিশ প্রতি কেজি ৮৭০ টাকা এবং ৭৭০ টাকা দরে মিলবে। ত্রিপুরা সরকার ওই সব বিপনী কেন্দ্রে ইলিশে প্রতি কেজিতে ৫০০ টাকা ভর্তুকি দেবে। স্বাভাবিকভাবেই, ত্রিপুরা সরকারের এই পদক্ষেপে সাধারণ মানুষ ভীষণ খুশি হবেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে

● **প্রথম পাতার পর**

উল্কাপাত' আবৃত্তি করেন।

এর পর বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনকালে নবপ্রজন্ম তথা যুবসমাজের উদ্দেশে এই কবিতা লিখে তাঁদের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপাতে আহ্বান জানিয়েছিলেন জ্যোতিপ্রসাদ। জ্যোতিপ্রসাদের রচিত কবিতা পরবর্তীতে ভারতরত্ন ভূপেন হাজরিকা তাঁর শৈশবে সুর দিয়ে গান গেয়েছেন। অসমের মানুষ এই কবিতা বা গানের অর্থ বুঝতে পারলেও গোটা দেশের মানুষ, যাঁরা টিভি বা সোশাল মিডিয়ায় আজকের এই বিশাল অভূতপূর্ব কার্যক্রম দেখছেন, তাঁদের জন্য এর হিন্দি তর্জমা করে শুনিয়েছেন। বলেন, গানের অর্থ হল, 'হে অসমের বিশ্ব বিজয়ী যুব সমাজ, ভারত মাতার ক্রন্দন শুনো, বেরিয়ে আস বেরিয়ে আস, মৃত্যুকে জয় করতে হবে, খুলবে স্বাধীনতার দুয়ার...'।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ যে দৃশ্য আমি দেখছি, তা অবিস্মরণীয়। আজকের এই অনুষ্ঠান যাঁরা দেখছেন বা যাঁরা অংশগ্রহণ করছেন, তাঁরা জীবনে এই দৃশ্য ভুলতে পারবেন না। ভাষণে প্রসঙ্গক্রমে প্রধানমন্ত্রী অসমে কাজি লেবু, তেজপুরের লিচু, জোহা চাল এবং অসমিয়া গামোচার জি-ট্যাগ লাভ সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। পাশাপাশি গত নয় বছরে তিনি সংযোগীকরণের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন। মোদী বলেন, বিগত দিনের তুলনায় উত্তরপূর্ব আজ যোগাযোগের ক্ষেত্রে বহু দূর এগিয়ে গেছে।

মোদী বলেন, অসম আজ সত্যিই এ-১ রাজ্যে পরিণত হয়েছে। বলেন, "আমার মনে আছে, আমি বিধানসভা নির্বাচনের সময় এখানে এসে বলেছিলাম, সেই দিন বেশি দূরে নেই যেদিন মানুষ 'এ ফর আসাম' বলে অভিহিত করবেন। আজ অসম সত্যিকার অর্থে এ-১ রাজ্যে পরিণত হয়েছে।'

স্বচ্ছ ভারত মিশন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা, জলজীবন মিশন, ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রভৃতি যোজনার বাস্তবয়নে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় পরবির্তন এসেছে বলে দাবি করে মোদী বলেন, এই ধারায় আরও গতি প্রদান করতে হবে। সকলের সঙ্গে সকলের বিকাশের জন্য আমাদের সম্মিলতভাবে কাজ করে যেতে হবে।

ভাষণের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরুসজাই স্টেডিয়ামের মঞ্চ থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর ৩,২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ চারলেনযুক্ত পলাশবাড়ি-শুয়ালকুচি সেতু প্রকল্প, উজান অসমের শিবসাগর জেলায় অবস্থিত ঐতিহাসিক রংঘর চত্বরে ১২৪ কোটি টাকার সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন। এছাড়া নবনির্মিত ডাবল রেল লাইন ও বিদ্যুৎচালিত রেললাইন সহ ৭,২৮০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে সম্পূর্ণ পাঁচটি প্রকল্প জাতির নামে উৎসর্গ করেছেন।

এছাড়া নামরূপে ১,৬০৩ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মিত প্রতিদিন ৫০০ টন মিথানল উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি উদ্যোগের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এর দ্বারা ভুটান, নেপাল, বাংলাদেশ এবং অসমের প্রতিবেশী রাজ্যে মিথানল রফতানি করা যাবে। এদিকে গতকাল গুয়াহাটির সরুসজাই স্টেডিয়ামে আয়োজিত ১১,৩০৪ জন ঢোল-বাদক এবং বিহু নৃত্যশিল্পীর সর্ববৃহৎ অনুষ্ঠানের দুটি প্রমাণপত্র আজ প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গিনিজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এর দুই প্রতিনিধি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার হাতে তুলে দিয়েছেন।

গিনিজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এর দুটি প্রমাণপত্র পেয়েছে নৃত্যশিল্পী এবং ঢোল-বাদক। প্রসঙ্গত, ১১,৩০৪ জন শিল্পীর মধ্যে প্রায় তিন হাজার ছিলেন ঢোল, তাল (মন্দিরা), গগনা (বাঁশ দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্র), টকা (বাঁশের বুক চিরে তৈরি বাদ্যযন্ত্র), পেঁপা (শিঙা) এবং সুতুলি (মাটি দিয়ে ছোট ছোট গড়ার আদলে তৈরি বাদ্যযন্ত্র)-র মতো ঐতিহ্যবাহী যন্ত্র-বাদক।

দোকান

● **প্রথম পাতার পর**

ছুটে আসে তারা। ত্রিশাবাড়ি এলাকায় দুটি দোকান ভস্মিভূত হয়ে গেছে। দুটি দোকানই কর্মকারের দোকান। ধারণা করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকে এই অগ্নিকান্ডের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। দুই দোকানের কর্নধারের নাম দীপক কর্মকার এবং সুমন কর্মকার। ক্ষতিগ্রস্ত দুই এলাকায় ৬ জন কর্ণধারের সর্বস্ব আগুনে পুড়ে গেছে। দাবি উঠেছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য। তবে দিন দুপুরে এই অগ্নিকান্ডের ঘটনা সংগঠিত হওয়ায় আশেপাশে আগুন বিস্তার লাভ করতে পারেনি। নাহলে গোটা এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়লে ভয়াবহ পরিস্থিতির রূপ ধারণ করতো বলে অভিমত এলাকাবাসীর।

চাঞ্চল্য

● **প্রথম পাতার পর**

দমকল কর্মী জানিয়েছেন, ওই মহিলার নাম জবা মাহিষ্য দাস। তিনি ধর্মনগর কলেজ রোডে থাকতেন। দীর্ঘদিন ধরে জুড়িব্রীজ এলাকায় রাস্তার ধারে বসবাস করতেন। সম্ভবত, রাস্তার ধারে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে গাড়ি চাপা দিয়েছে, আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন তিনি ।এদিকে, ভবঘুরে মহিলার মৃত্যুর খবর পেয়ে ধর্মনগর মহিলা থানার ওসি হাসপাতালে গেছেন। কেয়ার অফ ফুটপাথ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরাও ওই খবর পেয়ে হাসপাতালে গেছেন এবং ভবঘুরে মৃত্যুর সঠিক তদন্তের আবেদন জানিয়েছেন। ধর্মনগর মহিলা থানার ওসি জানিয়েছেন, আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নেওয়া হয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর তদন্তে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ক্রীড়াঙ্গন

জয় দিয়ে লীগ অভিযান সম্পন্ন আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের

ভবনস- ৯৩/৭(২০) আ: রাইফেলস:- ৯৫/৩(১২)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। দুর্দান্ত জয় আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের। তাও ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরকে ৭ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে। মোটকথা, দুর্দান্ত জয় দিয়েই এবারকার মতো স্কুল ক্রিকেট অভিযান শেষ করেছে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের বালিকারা। ছয় দলীয় আসরে চতুর্থ স্থান নিশ্চিত, তবে টুর্নামেন্টের অবশিষ্ট ম্যাচে তেমন কোন অঘটন ঘটলে হয়তো আসাম রাইফেলস তৃতীয় স্থানের মর্যাদাও পেয়ে যেতে পারে। আজ, শুক্রবার খেলা ছিল ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে। দিনের প্রথম ম্যাচ। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ খেলা শুরুতে টস জিতে ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির প্রথমে ব্যাটিংএর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৯৩ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে মৌসুমী সাহার ২০ রান এবং স্নিগ্ধা রায়ের ১৯ রান উল্লেখ করার মতো। আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের সুস্মিতা বসাক নয় রানে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, ক্রিস্টিনা রেমা ১৩ রানে দুটি এবং প্রোমিকা হালাম একটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের ওপেনাররা উইকেট ছেড়ে দ্রুত চলে আসলেও প্রিয়শ্রী দাস দশ রান করে রাস্তা দেখায়। পরে সোনি কুমারী ও দিয়া অধিকারীর চতুর্থ উইকেটের জুটির অনবদ্য ব্যাটিং দলকে জয় এনে দেয়।

সোনি কুমারী একুশ রানে এবং দিয়া অধিকারী ১৩ রানে অপরাজিত থাকে। তবে অতিরিক্ত ৪৫ রান দ্রুত জয় পেতে তাদের কিছুটা সহায়তা করেছে। আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল ১২ ওভার খেলে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়।

ঘরোয়া টি-২০ : হার্ভের কাছে হেরে মূলপর্বে খেলা অনিশ্চিত পোলস্টারের

হার্ভে:- ১০৪/৭(২০) পোলস্টার:- ৬৪/১০(১৬.২)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে হার্ভে ক্লাব। তাও পোলস্টার ক্লাবকে ৪০ রানের ব্যবধানে হারিয়ে। গ্রুপ লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে দুর্দান্ত জয়। পরপর তিন ম্যাচে হারের পর জয়ে ফেরার স্বাদটাই আলাদা। সাত দলীয় গ্রুপ থেকে চতুর্থ শীর্ষ দল পর্যন্ত মূল পূর্বে খেলবে।

তেমন কোন অঘটন না ঘটলে হার্ভের পক্ষে এবার কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার সুযোগ হচ্ছে না, এটা নিশ্চিত। পোলস্টার আজ হেরে যাওয়ায় তাদের পক্ষেও মূল পর্বে খেলা অনেকটা অনিশ্চিত। আজ, শুক্রবার নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে দিনের প্রথম খেলায় হার্ভে ক্লাব ৪০ রানের ব্যবধানে পোলস্টারকে পরাজিত করেছে। সকাল নটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে হার্ভে প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত ২০ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ১০৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে আকাশ কুমার সিংয়ের অপরাজিত ৩০ রান এবং পৌরুষ মিশ্রের ২১ রান উল্লেখযোগ্য। পোলস্টারের দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য ও শিবম পান্ডে দুটি করে উইকেট পেয়েছিল। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে পোলস্টার দ্রুত উইকেট হারিয়ে নিজেদের ছন্নছাড়া রূপটা ফুটিয়ে তোলে। অধিনায়ক অরিন্দম বর্মন ছাড়া আর কেউ যেন দাঁড়াতেই পারেননি। অরিন্দম ১৩ বল খেলে কুড়ি রান সংগ্রহ করেছে। ১৬.২ ওভার খেলে ৬৪ রানে পোলস্টার ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। হার্ভের পৌরুষ মিশ্র আট রানে এবং আকাশ কুমার সিং ৩৩ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। তথাগত চক্রবর্তী পেয়েছে দুটি উইকেট। ব্যাটে বলে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে আকাশ কুমার সিং পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

আন্তঃস্কুল গার্লস ক্রিকেটে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন প্রণবানন্দ, রানার্স বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর-১২৪ প্রণভানন্দ-১২৬/৩

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। আন্তঃ স্কুল গার্লস ক্রিকেটে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রানার্স খেতাব পেয়েছে বিদ্যাসাগর উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। প্রথমবর্ষ ট্রফি ঘরে তুললো প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির। শুক্রবার কার্যত ফাইনালে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির ৭ উইকেটে পরাজিত করে বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়কে। প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে রাণু দাসের প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরকে খেতাব জয় করাতে মূখ্য ভূমিকা নেয় দলের দুই প্রতিভাবান ব্যাটসম্যান অভিজ্ঞা বর্ধন এবং অবিধা বর্ধন। ওই দুই বোন ৮৩ রানের জুটি বেধে দলকে খেতাব এনে দেয়। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত প্রথমবর্ষ পশ্চিম জেলা আন্ত: স্কুল অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের টি-২০ কইরকেটে। ড: বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়ের গড়া ১২৪ রানের জবাবে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের অভিজ্ঞা বর্ধন ৪৩ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়কে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায় প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের অধিনায়িকা। প্রাথমিক বিপর্য় কাটিয়ে দল নির্ধারিত ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১২৪ রান করে। অতিরিক্ত খাতে পাওয়া ৫৯ রান দলকে লড়াকু স্কোর গড়াতে বড় ভূমিকা নেয়। এছাড়া দলের পক্ষে লক্ষ্মী দেবনাথ ৪০ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১,ত্রিসা দেবনাথ ১৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং নেহা দাস ৩৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ (অপ:) রান করে। প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের পক্ষে অভিজ্ঞা বর্ধন (২/১৯) এবং স্নেহা দত্ত (২/২৮) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে একসময় ৪৩ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে দল যখন বেকায়দায় তখনই রুখে দাড়ায় আসরের দুই উদীয়মান বালিকা ক্রিকেটার অভিজ্ঞা এবং অবিধা বর্ধন। ঠান্ডা মাথায় ব্যাট করে দুজন দলকে প্রথমবর্ষ ট্রফি এনে দেয়।

অভিজ্ঞা ৫৯ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩ রানে এবং অবিধা ৩৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দল অতিরিক্ত খাতে পায় সর্বোচ্চ ৫১ রান। বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়ের পক্ষে ত্রিশা দেবনাথ (১/২৬) এবং লক্ষ্মী দেবনাথ (১/৩১) উইকেট পেয়েছে। খেলা শেষে মাঠেই বিজয়োল্লাসে মেতে উঠে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের ক্রিকেটার সহ শিক্ষক-রা।

লক্ষণের হাত ধরে মৌচাককে হারিয়ে মূলপর্বের আশা জিইয়ে চলমানের

চলমান সঙ্ঘ-১৯০/৬ মৌচাক-১৩০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। দলনায়ক লক্ষ্মণ পালের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স। আর তাতেই জয় পেলো চলমান সঙ্ঘ। ৬০ রানে পরাজিত করলো মৌচাকক্লাবকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে প্রথমে ব্যাট হাতে ৭৯ রান করার পর বল হাতে ২ উইকেট তুলে নিয়ে চলমান সঙ্ঘকে জয় এনে দিতে মূখ্য ভূমিকা নেন লক্ষ্মণ। এই জয়ের সুবাদে চলমান সংঘ মূল পর্বে খেলার আশা দিয়ে রেখেছে। এদিন দুপুরে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে চলমান সঙ্ঘ নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে বিশাল ১৯০ রান করে। দলের পক্ষে লক্ষ্মণ পাল ৪৮ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৯,তন্ময় ঘোষ ১৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৫ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৭, নবজ্যোতি দেবনাথ ২৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ এবং জয়দেব দেব ৫ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৪ রান।

প্রাক্তন ক্রিকেটারের চিকিৎসায় রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার অনুদান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। আরও একজন প্রাক্তন ক্রিকেটারের চিকিৎসায় এগিয়ে এসেছে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। প্রাক্তন ক্রিকেটার রাজা দেববর্মা বর্তমানে স্নায়ু রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তার চিকিৎসায় আর্থিক সহযোগিতায় এগিয়ে এসে দুই লক্ষ টাকা অনুদানের মধ্য দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের বর্তমান কার্যকরী কমিটির এটি একটি বিশেষ পদক্ষেপ বলে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও ধন্যবাদের যোগ্য বলে প্রতীয়মান হতে পারে। বর্তমান সময়ে প্রায় ৬০টিরও বেশি কোচিং সেন্টার, মহাকুমা সংস্থা, স্কুল দলকে (প্রতিটি প্রায় এক লক্ষ টাকা মূল্যের) ক্রিকেট সামগ্রী বিতরণ করার মধ্য দিয়ে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নিয়েছে। বর্তমান কার্যকরী কমিটির এটাও একটি সুচিন্তিত ভালো দিক বলা যেতে পারে।

দিগন্ত উন্মোচনের অপেক্ষায় ত্রিপুরা ক্রিকেট দলের দায়িত্বে বিদেশি কোচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। ঋদ্ধিমান এবারও আসছেন। ইতোমধ্যে কথাও হয়ে গেছে ঋদ্ধিমান ও সুদীপ দুজনের সাথেই। বৃহস্পতিবার দুপুরে এমবিবি স্টেডিয়ামের ক্লাব হাউসে ক্রিকেট সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে টিসিএ সচিব তাপস ঘোষ বক্তৃতায় এ বিষয়ে প্রত্যাশার কথা জানান। পাশাপাশি রাজ্য দল এবার অন্যান্য বারের তুলনায় অনেকটা ভালো লড়াই করেছে। পরিসংখ্যানও তাই বলে। তবে আরও উন্নতির লক্ষ্যে এবার রাজ্য দলের হেড কোচ নির্বাচনে আসতে চলেছে বড়সড় চমক। রাজ্য ক্রিকেটের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও আন্তর্জাতিক স্তরের কোচকে দেখা যেতে পারে ত্রিপুরার দলের কোচিং-এর দায়িত্বে।

বক্তৃতায় তিনি কিঞ্চিৎ আঁচ দিয়েছেন, যে এবার টিসিএ-র দেওয়া বিজ্ঞাপনে রাজ্য ক্রিকেটের জন্য চিফ কোচ ও কোচ হতে চেয়ে দেশ-বিদেশের প্রায় ৪০ টিরও বেশি আবেদন জমা পড়েছে। যার মধ্যে অন্যতম দক্ষিণ আফ্রিকার অলরাউন্ডার ক্রিকেটার ল্যান্স ক্লুজনার এবং বিশ্বকাপ জয়ী শ্রীলঙ্কা দলের কোচ দাবে হোয়াটমোরের নাম ও রয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর। এছাড়াও আছেন জাতীয় দলের প্রাক্তন কোচ রমেশ পাওয়ার, মনোজ প্রভাকর , বিনীত সাকসেনা ও ত্রিপুরার প্রাক্তন কোচ ভাস্কর পিল্লায় ও সন্দীপ দাহাদেরা। অনলাইনে আবেদন করার সুবিধা ছিল, মূল মাইনে উল্লেখ ছিল না।। তবে আর্থিক বিষয়ে বোঝাপড়া হয়ে গেলে এ বছর হয়তো কোনও বিদেশি কোচ, ত্রিপুরার ক্রিকেটারদের কোচিং করাচ্ছেন, এমনটাই দেখা যেতে পারে বলে অনুমেয়।

Walk in Interview

Applications are invited in plain paper for the engagement of Guest Lecturer for teaching English in the Post Graduate level. Willing candidates are Tequested to bring their original certificates with Photocopies of the same alohg with an application in plain paper on 19.04.2023 to the office of the principal by 1 PM.

1. Qualifications:
A) At least 55% marks in Master's Degree level in relevant subjects,
B) 5% marks relaxation in case of the ST/SC/PH/Ph.D Degree holder candidates,
C) Preference to be given to NET/SLET/Ph.D degree holder candidates,
2. Engagement will be-made on the basis of merit as per the API score decided according to the up-to-date bio-data till 19.04.2023 and the reservation policy of the state Government.
3. Selected candidates will be engaged with an honorarium of Rs. 500/- per class with maximum ceiling of 20,000/- per month and other terms and conditions for the engagement will be made as per guidelines/norms of the State Government from time

ICA/C-073/23

(Dr. Sudhan Debnath)
Principal
Netaji Subhas Mahavidyalaya
Udaipur, Gomati District, Tripura

জয়ের হ্যাট্রিক করে অপরাজিত সদর-বি সেমিফাইনালে পৌঁছুলো

কৈলাসহর-১১৪ সদর 'বি'-১১৫/২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। জয়ের হ্যাট্রিক করে, গ্রুপ লীগে অপরাজিত থেকে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে নিয়েছে সদর 'বি'। বৃহস্পতিবার প্রতিপক্ষ কৈলাসহর মহকুমাকে অনেকটা অনায়াসেই পরাজিত করলো বিশ্বজিৎ দেবে-র ছেলেরা। রাজ্য অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটে। শহীদ কাজল ময়দানে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সদর 'বি' জয়লাভ করে ৮ উইকেটে।

এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে কৈলাসহর মহকুমা মাত্র ১১৪ রান করতে সক্ষম হয়। দলের হয়ে ৭ নম্বের ব্যাট করতে নামা বিজয় শীল এবং ৯ নম্বরে ব্যাট করতে নামা শুভজ্যোতি সিনহা যদি প্রতিরোধ গড়ে না তুলতো তাহলে দলীয় স্কোর সম্ভবত ৭০ রানের গন্ডি পার হতো না। বিজয় ৫০ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬ এবং শুভজ্যোতি ৪৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৫ রান। সদর 'বি'র পক্ষে নিতিশ কুমার সাহানি (৩/২২), উজ্জয়ন বর্মন (৩/২৬)এবং অমিত সরকার (২/১১) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে সদর 'বি' ২০ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে ময়ুখ চক্রবর্তী ৩৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ রানে এবং দ্বীপ দে ১৭ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দলের পক্ষে ওপেনার মাহিন চৌধুরি ৫১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ রান করে।

নিয়ম রক্ষার ম্যাচে ধর্মনগরকে হারিয়ে ১ম জয়ের স্বাদ কমলপুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। আবারও হারলো ধর্মনগর মহকুমা। এবার কমলপুর মহকুমার বিরুদ্ধে। ৪৪ রানে জয়ী হলো কমলপুর মহকুমা। তৃতীয় ম্যাচের মাথায় কমলপুরের এটি প্রথম জয়। যদিও এটি নিয়ম রক্ষার ম্যাচ। কেননা টানা তিন ম্যাচে জয়ী হয়ে ডি-গ্রুপ থেকে লংতরাই ভ্যালি ইতোমধ্যে মূল পর্বের লক্ষ্যে এগিয়ে রয়েছে। রাজ্য অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটে। রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে কমলপুর মহকুমা টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ২৫২ রান করে। দলের পক্ষে দলনায়ক অভ্রজিৎ দাস ৫২ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬১, রূবেল আহমেদ ৪১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১, শায়নদ্বীপ সূত্রধর ৬৩ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৬ রান। ধর্মনগরের পক্ষে অভয় চক্রবর্তী (৩/৩৪) এবং প্রাঞ্জল গোস্বামী (৩/৪৮) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ধর্মনগর মহকুমা মাত্র ২০৮ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে জিৎ দাস ৬৬ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩, সৈকত বিশ্বাস ৬৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪০ এবং কার্তিক পাল ২৩ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩২ রান। কমলপুরের পক্ষে অর্জুন চক্রবর্তী(২/২১), রূবেল আহমেদ (২/৪৫) এবং অভ্রজিৎ দাস (২/৪৮) সফল বোলার।

গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে গন্ডাছড়াকে হারিয়ে মূল পর্বের দ্বারপ্রান্তে লংতরাই ভ্যালি

গন্ডাছড়া-৯৯লংতরাইভ্যালি-১০২/২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। অপ্রতিরোধ্য লংতরাইভ্যালি মহকুমা। টানা ৩ ম্যাচে জয়লাভ করে গ্রুপের শীর্ষে তপন দেবে-র দল। বৃহস্পতিবার গন্ডাছড়া মহকুমাকে পরাজিত করে গ্রুপের শীর্ষে পৌছে গেলো লংতরাইভ্যালি মহকুমা। রাজ্য অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটে। শুধু তাই নয়, লংতরাইভ্যালি এখন সেমিফাইনালের দ্বারপ্রান্তে অর্থাৎ মূল পর্বে খেলার দাবিদার। আর কে আই মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে লংতরাইভ্যালি মহকুমা জয়লাভ করে ৮ উইকেটে। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়েই চাপে পড়ে যায় গন্ডাছড়া মহকুমা। তপন দেবে-র লংতাইভ্যালির বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ের সামনে। মিডল অর্ডারে জশোয়া রিয়াং যদি কড়া প্রতিরোধ গড়ে না তুলতো তাহলে দলীয় স্কোর হয়তোবা ৬০ রানের গন্ডি পার হতো না। দায়িত্বশীল ব্যাটিং করে জয়োশা দলকে কিছুটা লড়াকু স্কোর গড়াতে সাহায্য করে। জশোয়া ৩৫ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২ রান করে। এছাড়া দলের পক্ষে রিপনজিৎ বিশ্বাস ৪৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৫ রান। লংতরাইভ্যালির পক্ষে অনিকেত রায় (৪/২৯), সুজিত ঋষি দাস (২/১৪) এবং দলনায়ক সুরজ গুরুং (২/১৫) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে লংতরাইভ্যালি মহকুমা ১৮ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে সুজিত ঋষি দাস ৫০ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪০ রানে এবং দলনায়ক সুরজ গুরুং ১২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া দলের পক্ষে অর্ঘদ্বীপ চৌধুরি ১৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং বিশাল মালাকার ৩৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৫ রান।

কসমোপলিটনকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যে স্ফুলিঙ্গ

কসমোপলিটন-১৩০/৬ স্ফুলিঙ্গ-১৩২/২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ এপ্রিল।। একটানা ১৯ ম্যাচে জয়। মরশুমের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত পরাজয়ের মুখ দেখেনি স্ফুলিঙ্গ। ইতিমধ্যে দ্বিমুকুট জয় করে নিয়েছে। এবার লক্ষ্য ত্রিমুকুট। আর ত্রিমুকুট জয়ের লক্ষ্যে আরেকধাপ এগিয়ে গেলো গণরাজ চৌমুহনীর ওই ক্লাবটি। বৃহস্পতিবার নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে দুপুরের ম্যাচে স্ফুলিঙ্গ উইকেটে পরাজিত করে কসমোপলিটন ক্লাবকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আযোজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। ম্যাচে কসমোপলিটনের গড়া ১৩০ রানের জবাবে স্ফলিঙ্গ ২৩ বল বাকি থাকতে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের ওপেনার বিক্রম কুমার দাস ৮৪ রান করে অপরাজিত থেকে যান। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে কসমোপলিটন ক্লাব নির্ধারিত ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৩০ রান করে। দলের পক্ষে অমেয়া সুমন ৪০ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১,নিনাদ কদম ৩৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫ এবং অভিষেক শর্মা ১৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ রান করেন। স্ফুলিঙ্গের পক্ষে সানি সিং (২/৯) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ১৬.১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় স্ফুলিঙ্গ। দলকে একাই কার্যত জয় এনে দেন ওপেনার বিক্রম কুমার দাস। দলের হয়ে গোড়াপত্তন করতে নেমে ৮৪ রানে অপরাজিত থেকে যান ত্রিপুরা রণজি দলের ওই ওপেনারটি।

ওই রান করতে বিক্রম ৫৩ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির মারেন। এছাড়া দলের পক্ষে জয়দীপ বনিক ১৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ এবং শ্যাম শাকিল গণ ২১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ (অপ:) রান করেন।

গার্লস ক্রিকেট : কার্যত ফাইনালে আজ বিদ্যাসাগর - প্রণবানন্দ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। পশ্চিম জেলায় গার্লস ক্রিকেটে সেরা কোনস্কুল দল, তা নির্ধারণ হচ্ছে আগামীকাল। আসরের কার্যত ফাইনালে আগামীকাল মুখোমুখি হবে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির এবং বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত প্রথমবর্ষ পশ্চিম জেলা অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের আন্ত: স্কুল টি-২০ ক্রিকেটে। ড: বি আর আম্বেদকর মাঠে হবে আজ দুপুরে ম্যাচটি। দুদলই বৃহস্পতিবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। আজ ফাইনালে ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামবে রাণু দাসের প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির। দলকে কার্যত একাই টেনে নিয়ে যাচ্ছে নতুন তারকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা অভিজ্ঞা বর্ধন। শেষ ম্যাচে শতরান করে নিজের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে নিয়েছে ওই ক্রিকেটারটি। এছাড়া রয়েছে ওর বড় বোন অভিধা বর্ধন। ওই দুজন জুটি বেধে নিতে পারলে সমস্যায় পড়তে হবে বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়কে। তবে বিদ্যাসাগরের বালিকারাও কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে প্রস্তুত। কোচ সুজন সরকার তাঁর ক্রিকেটারদের তাঁতিয়ে রেখেছে। বিপক্ষ দলের দুই সেরা ব্যাটসম্যানকে আটকানোর ছকও কষে নিয়েছেন। আর তা দলীয় ক্রিকেটারদের বোঝাতে ভুল করেননি। ফলে লড়াই যে জমবে তা বলাবাহুল্য। এদিকে, আগামীকাল সকালে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলতে মাঠে নামবে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দির এবং আসাম রাইফেলস স্কুল। সকাল সাড়ে ৮ টায় শুরু হবে ম্যাচটি। উল্লেখ্য, নিয়ম রক্ষার আরও একটি ম্যাচ রয়েছে, তা হবে ১৭ এপ্রিল বড়দোয়ালি ও ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের মধ্যে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ফের অ্যাম্বুলেন্সে সন্তান প্রসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ এপ্রিল।। প্রসব ব্যথায় কাতর ২০ বছরের তরুণী সন্তান সম্ভবা এক গৃহবধুকে এম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মাঝপথেই সন্তান প্রসবের ঘটনা ঘটলো, বর্তমানে মা এবং নবজাতক উভয়ই সুস্থ রয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গতকাল রাতে মুঙ্গিয়াকামি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে রুবিনা দেববর্মা (২০) নামের এক সন্তান সম্ভবা গৃহবধূকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে এম্বুলেন্সে করে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। তবে মাঝপথে মহিলা এম্বুলেন্সেই সন্তান প্রসব করে ওই গৃহবধূ। এরপর মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক এবং চিকিৎসা কর্মীরা মা এবং শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে জানান মা এবং নবজাতক উভয়ই সুস্থ রয়েছে। এম্বুলেন্সেই এক তরুণী গৃহবধুর সন্তান প্রসব হওয়ার খবরে মুহূর্তের মধ্যেই ব্যাপক কৌতুহল ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র।

চড়ক মেলা। শুক্রবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

মুহুরীঘাট পরিদর্শন করলেন বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৪ এপ্রিল।। ভারত বাংলাদেশের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য আরো কি করে বাড়ানো সম্ভব এবং বিলোনিয়া মুহুরী ঘাট বাণিজ্য বন্দরের কি সমস্যা রয়েছে তা সরজমিনে দেখতে আজ বিলোনিয়া মুহুরী ঘাট চেক পোস্টে এলেন বাংলাদেশের বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী ডক্টর আতিকুল হক। সাথে ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ সহ দুই দেশের বিভিন্ন আধিকারিকগন এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর স্থানীয় আধিকারিক। যদিও বিলোনিয়া বাণিজ্য বন্দর দিয়ে দু"দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুযোগ থাকলেও বিলোনিয়া মুহুরিঘাট সীমান্ত বন্দরের পরিকাঠামোগত অভাবের কারণে মাছ সহ বিভিন্ন সামগ্রী আমদানি রপ্তানিতে অসুবিধা রয়েছে। বাংলাদেশের দিক থেকে যদিও বাণিজ্য বন্দরের পরিকাঠামো যথেষ্ট রয়েছে। বিলোনিয়া মুহুরিঘাট চেকপোস্ট এবং বাণিজ্য বন্দর তৈরিতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বাধা দান করা হচ্ছে এই বিষয়টি জেলা শাসক বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রীর কাছে লিখেছিলেন বিষয়টা দেখে দ্রুততার সাথে সমাধান করে কাজ শুরু করার জন্য। বাংলাদেশের বানিজ্যমন্ত্রী আতিকুল হক এ বিষয়ে জেলাশাসককে আশ্বস্ত করেন তিনি বিষয়টি নিয়ে দ্রুততার সাথে সমাধান করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এই দিক থেকে বাংলাদেশের মন্ত্রীর আজকের এই পরিদর্শন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও তিনটি দেশের প্রতিনিধি গতকাল সাব্রুমের মৈত্রী সেতু পরিদর্শন করেছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখেছিলেন আজ বিলোনিয়া এবং সোনামুড়া এই দুটি বাণিজ্য বন্দর ঘুরে দেখল প্রতিনিধি দল।

বড়মুড়ায় উল্টে গেল টেঙ্কার ট্রাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ এপ্রিল।। অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কের বড়মুড়ায় পাহাড়ে উল্টে গেল পেট্রোল ভর্তি তেলের ট্যাঙ্কার। আর এই ঘটনার পর পরই চলছে পেট্রোল নিয়ে হরির লোট। ঘটনা শুক্রবার দুপুর আনুমানিক আড়াইটা নাগাদ বড়োমুরা পাহাড়ে। খবরে প্রকাশ,একটি পেট্রোল বোঝাই ট্যাঙ্কার গাড়ি বহিঃ রাজ্য থেকে তেলিয়ামুড়া হয়ে আগরতলার দিকে যাবার পথে বড়োমুরা পাহাড়ে বাক নিতে গিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে যায় ওই গাড়িটি। যদিও গাড়িটি দুর্ঘটনা গ্রস্থ হওয়া মাত্রই গাড়ির চালক ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। অন্যদিকে, গাড়িটি দুর্ঘটনারগ্রস্ত হয়ে গাড়ি থেকে পেট্রোল পরতে শুরু করে। এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে পথ চলতি সাধারণ মানুষ জন সহ আশপাশ এলাকার লোকজন সকলেই এই সুযোগে ড্রাম, বোতল, বালতি ইত্যাদি সামগ্রী"তে করে যে তার মতো করে পেট্রোল মুড়ি-মুরকির মতো নিয়ে যায়। তার থেকে বাদ যায়নি চম্পকনগর আউটপোস্টের পুলিশ কর্মীরাও। যেহেতু ঘটনাটি চম্পকনগর আউটপোস্টের আওতাধীন, সেহেতু চম্পকনগরের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তারাও তাদের গাড়িতে করে নিয়ে আসা মস্ত মস্ত ড্রামে পেট্রোল ভর্তি করতে থাকে, পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তেলিয়ামুড়া ও চম্পকনগর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। আর এদিকে পুলিশকর্মী সহ সাধারণ জনগণের পেট্রোল নেওয়ার চক্করে রাস্তার দু"ধারে দাঁড়িয়ে যায় বেশ কিছু ছোট বড় যানবাহন। যদিও পরবর্তীতে সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পুলিশ বাবুরা পেট্রোল ভর্তি ড্রাম গুলিকে গাড়িতে রেখে যানজট মুক্ত করে। তবে আজকের এই দুর্ঘটনার পরের ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ করে, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণের মুখে মুখে একটাই কথা,, 'কারো পৌষ মাস, তো কারো সর্বনাশ'।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্ট বিকল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। সারাদেশে করোনাভাইরাসের গ্রাফ বৃদ্ধি পেলেও কৈলাসহরে এবং ঊনকোটি জেলায় এই মুহূর্তে করোনা মহামারী দেখা দিলে মারাত্মক আকার ধারণ করবে বলে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের অভিমত। কারন ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের অক্সিজেন প্ল্যান্ট এবং কৈলাসহরের রাজিব গান্ধী মেমোরিয়াল মহকুমা হাসপাতালের অক্সিজেন প্ল্যান্টও দীর্ঘদিন ধরে অকেজো হয়ে আছে। দপ্তরের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা খুব শীঘ্রই এব্যাপারে কোনো ধরনের ভুমিকা না নিলে যেকোনো মুহূর্তে ত্রিপুরা রাজ্যে করোনা মহামারী শুরু হলে রাজ্যের মধ্যে ঊনকোটি জেলা মৃত্যুপুরী জেলায় পরিনত হবে বলে এটা নিশ্চিত করে বলা যায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, বিগত প্রায় দেড় বছর পূর্বে উদ্বোধন হওয়া অক্সিজেন প্ল্যান্ট বিগত সাত মাস ধরে বিকল হয়ে রয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের স্থানীয় কর্মকর্তারা কিংবা রাজ্যস্থরের স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা কারোর পক্ষেই অক্সিজেন প্ল্যান্ট সারাইয়ের কোনো ধরনের উদ্যোগ নেই। উল্লেখ্য, ২০২০-২০২১সালে করোনা মহামারীর সময়ে তড়িঘড়ি করে কৈলাসহরের শহর এলাকায় অবস্থিত রাজিব গান্ধী মেমোরিয়াল মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে একটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানো হয়েছিলো এবং কৈলাসহরের ভগবান নগর এলাকায় অবস্থিত ঊনকোটি জেলা হাসপাতাল চত্বরে অপর আরেকটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানো হয়েছিলো। দুইটি অক্সিজেন প্ল্যান্টই ২০২১সালের সাত অক্টোবর একইসাথে উদ্বোধন করা হয়েছিলো। উদ্বোধনের পর প্রথম কয়েকমাস ঠিক ঠাক ভাবে চললেও উদ্বোধনের ছয়মাস পর থেকেই রাজিব গান্ধী মেমোরিয়াল মহকুমা হাসপাতাল চত্বরের অক্সিজেন প্ল্যান্টটি বিকল হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে অক্সিজেন প্ল্যান্টটি সারাইয়ের জন্য রাজিব গান্ধী মেমোরিয়াল মহকুমা হাসপাতালের ইনচার্জ ড: নিকেন্দ্র দেববর্মা দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের লিখিত ভাবে জানিয়ে ড: নিকেন্দ্র দেববর্মা হাত পা গুটিয়ে নিয়ে উনার দায়িত্ব শেষ করে নেন। অন্যদিকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতাল চত্বরে অক্সিজেন প্ল্যান্টটি উদ্ধোধনের পর প্রায় এক বছর ঠিক ঠাক ভাবে চললেও বিগত ছয়মাস ধরে জেলা হাসপাতালের অক্সিজেন প্ল্যান্টটিও বিকল হয়ে রয়েছে। জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ড:সমরেন্দ্র দেববর্মাও দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের লিখিত ভাবে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়ালকে তলব করল সিবিআই

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল।। দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়ালকে তলব করল সিবিআই। আগামী ১৬ এপ্রিল, রবিবার তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এই মামলাতেই সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা কেজরীওয়াল ঘনিষ্ঠ মণীশ সিসৌদিয়া। তিহাড় জেলে থাকাকালীন সিসৌদিয়াকে গ্রেফতার করে ইডিও। এ বার এই মামলায় সিবিআই জেরার মুখে পড়তে চলেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী।কিছু দিন আগেই জাতীয় দলের মর্যাদা পেয়েছে আম আদমি পার্টি (আপ)। সেই উপলক্ষে দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেজরীওয়াল বলেছিলেন, "দল এ বার জাতীয় পার্টির মর্যাদা পেয়েছে। সবাই জেলে যাওয়ার জন্য তৈরি থাকুন।" ঘটনাচক্রে, তার পরেই সিবিআইয়ের তলব পেলেন কেজরীওয়াল।

জনসাধারণের সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টি (আপ)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ডেকে পাঠাল গোয়ার পেরনেম পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আগামী ২৭ এপ্রিল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ডেকে পাঠিয়েছে গোয়া পুলিশ। জনসাধারণের সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি মামলায় সেদিন কেজরিওয়ালকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে।

এদিকে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, তিনি অবশ্যই যাবেন। শুক্রবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানান, 'হ্যাঁ, আমি অবশ্যই যাব।'

দাঁড়িয়ে আছে খুঁটি, পাইজাবাড়িতে ৬০ পরিবারে নেই বিদ্যুৎ সংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। বিগত ২০১৬-১৭ সালে ৪৭ আমবাসা বিধানসভার অন্তর্গত পাইজাবাড়ি গ্রামে বৈদ্যুতিক খুঁটি বসানো হয়েছিল গ্রামের প্রায় ৬০টি বাড়িতে। সরকারি খরচে বৈদ্যুতিক মিটারও বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দিন কয়েকের মধ্যে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। সেটাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নিয়েছিল গ্রামের জনগণ। কিন্তু বিশ্বাস ভঙ্গ হয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগ আজও হয়নি। বাম আমলে বঞ্চিত হয়ে রাম আমলের প্রথম পাঁচটি বছর শেষ হয়ে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে। আজও গ্রামবাসী নিজ ঘরে দেখতে পেল না বৈদ্যুতিক আলো। আশ্বাস পাওয়া সত্ত্বেও গ্রামের মানুষদের জন্য ব্যবস্থা করা হলো না পানীয় জল এবং একমাত্র চলাচলের উপযোগী রাস্তাটির কোন উন্নয়ন। ২০১৮ সালে দ্বাদশ বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হলে কয়েক মাসের মধ্যে প্রথম কাজ হবে পাইজাবাড়ি গ্রামে বৈদ্যুতিক সংযোগ, পানীয় জল এবং রাস্তার উন্নয়ন। কথা দিয়েছিলেন তৎকালীন বিজেপি জেলা সভাপতি পরিমল দেববর্মা। বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে পাঁচটি বছর বিধায়ক হিসাবে সরকারি দেহরক্ষী নিয়ে চলাফেরা করেছেন। কিন্তু বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন গরিব মানুষগুলোকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি। পাঁচটি বছর তিনি আর পাইজাবাড়ি গ্রামেই পা রাখেননি। ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে শাসক দল বিজেপির ৪৭ আমবাসা নির্বাচনক্ষেত্রটি হাতছাড়া হয়েছে। এই কেন্দ্র থেকে এবার জয়ী হয়ে বিধায়ক হয়েছেন তিপ্রামথার চিত্তরঞ্জন দেববর্মা। বুধবার বিধায়ক শ্রী দেববর্মা পাইজাবাড়ি গ্রাম পরিদর্শনে যান। পরিদর্শন কালে তিনিও গ্রামবাসীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের মন্ত্রীসহ দপ্তর কর্তাদের সাথে কথা বলে ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করবেন। এখন দেখার নয়া বিধায়ক কতটা প্রতিশ্রুতি পালন করেন।

১৭ এপ্রিল থেকে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অফার

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। ১৭ এপ্রিল থেকে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে উদযাপিত হচ্ছে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অফার। পৌরাণিক মতে অক্ষয় তৃতীয়া দিনটিকে অত্যন্ত শুভ দিন হিসেবে গণ্য করা হয়। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে এই দিনটি পালিত হয়। শাস্ত্র মতে, অক্ষয় তৃতীয়া সুখ প্রদানকারী এবং পাপনাশকারী তিথি। এটি অফুরন্ত সুখ ও সমৃদ্ধির তৃতীয় দিন। মহাভারত অনুসারে, এই দিনে যখন পাণ্ডবরা বনবাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিলেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর হাতে অক্ষয় পাত্র তুলে দিয়েছিলেন। এই অক্ষয় পাত্র কখনও খালি হত না। তা সবসময়ই খাবারে পরিপূর্ণ হয়ে যেত। কিংবদন্তি অনুসারে, এহ দিনেই মুনি বেদব্যাস গণেশকে মহাভারত বলতে শুরু করেন আর সেই শুনে গণেশ মহাভারত মহাকাব্য লিখতে শুরু করেন। শোনা যায়, অক্ষয় তৃতীয়ার দিনেই রাজা ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে গঙ্গা মর্ত্যে নেমে এসেছিলেন। আবার এই দিনেই মা অন্নপূর্ণারও জন্ম হয়। এমনকী অক্ষয় তৃতীয়ায় কুবেরের লক্ষ্মীলাভ হওয়ায় এদিন বৈভব ও লক্ষ্মীর পুজো করা হয়। এই সবকিছুই খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সেই অনুযায়ী এই দিনটি অত্যন্ত শুভ। অক্ষয় তৃতীয়ায় দেবী লক্ষ্মীর পুজোরও বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তাই এই দিনে সোনা, রূপা বা কোনও মূল্যবান গয়না কেনাও শুভ বলেই ধরা হয়। প্রতিবছরের মতো এবারও শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উদযাপন হচ্ছে। এই সময় সমস্ত গ্রাহকদের জন্য থাকছে বিশেষ অফার, সঙ্গে সোনা ও হিরের নতুনত্ব ও অভিনব সম্ভার থেকে নিজেদের পছন্দসই গয়না কিনে এই উৎসব উদযাপনের সুযোগ। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে যেসকল অফার রয়েছে: প্রতি কেনাকেটার সঙ্গে নিশ্চিত সোনার মুদ্রা (সোনার গয়না কেনার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১৫ গ্রাম ওজনের জিনিস কিনতে হবে। হিরের গয়নার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৭৫ হাজার টাকার কেনাকাটায়। তবে এর নীচে কেনাকাটায়ও থাকছে নিশ্চিত উপহার) সোনার গয়নার মজুরিতে ২৫ শতাংশ ছাড়। হিরের গয়নার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নববর্ষ উপলক্ষে পুর নিগমের সাফাইকর্মীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। বাংলা নতুন বছর ১৪৩০ —র ঠিক আগের দিন শুক্রবার পুর নিগমের সাফাই কর্মী এবং দুঃস্থদের মধ্যে শাড়ি এবং খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

মূলত পুর নিগমের ৩৯ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটার অলক রায়ের উদ্যোগে এই সামগ্রী প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার, কর্পোরেটার অলক রায়, সমাজ কল্যাণ দপ্তরের উপ অধিকর্তা, বিশিষ্ট সমাজসেবী সঞ্জয় সাহা সহ অন্যান্যরা। বাংলা বছরের শেষ দিন। নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। পুরাতন বছরের অভিজ্ঞতা গুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনে এগিয়ে যাওয়ার শপথ নেবেন সকলে। নতুন বছর যাতে সকলের জীবন সুখ সমৃদ্ধি বয়ে নিয়ে আসে তার জন্য এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান মেয়র।

টিআরবিটির প্রশ্নপত্রে বহু ত্রুটির অভিযোগ আনলেন পরীক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। ২০২২ সালের টি আর বি টি -র পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে বহু ত্রুটির অভিযোগ। অভিযোগ সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্ন করা হয়েছিল, প্রশ্নপত্রে ভাষাগত সমস্যাও ছিল এবং একই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন রকম রয়েছে। যার কারণে তারা বিভ্রান্তের শিকার হয়েছে। সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য টি আর বি টি -র দ্বাদস হয়েছিল পরীক্ষার্থীরা। দাবি তোলা হয়েছিল কি সমস্যা গুলির কারণে যতগুলি প্রশ্ন উত্তর তাদের কাটা যাবে সে গুলি যাতে তাদের স্টারমার্ক হিসেবে প্রদান করা হয়। কিন্তু সমস্যার জট না কাটায় ২০২২ -টেট পরীক্ষার্থীরা শুক্রবার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

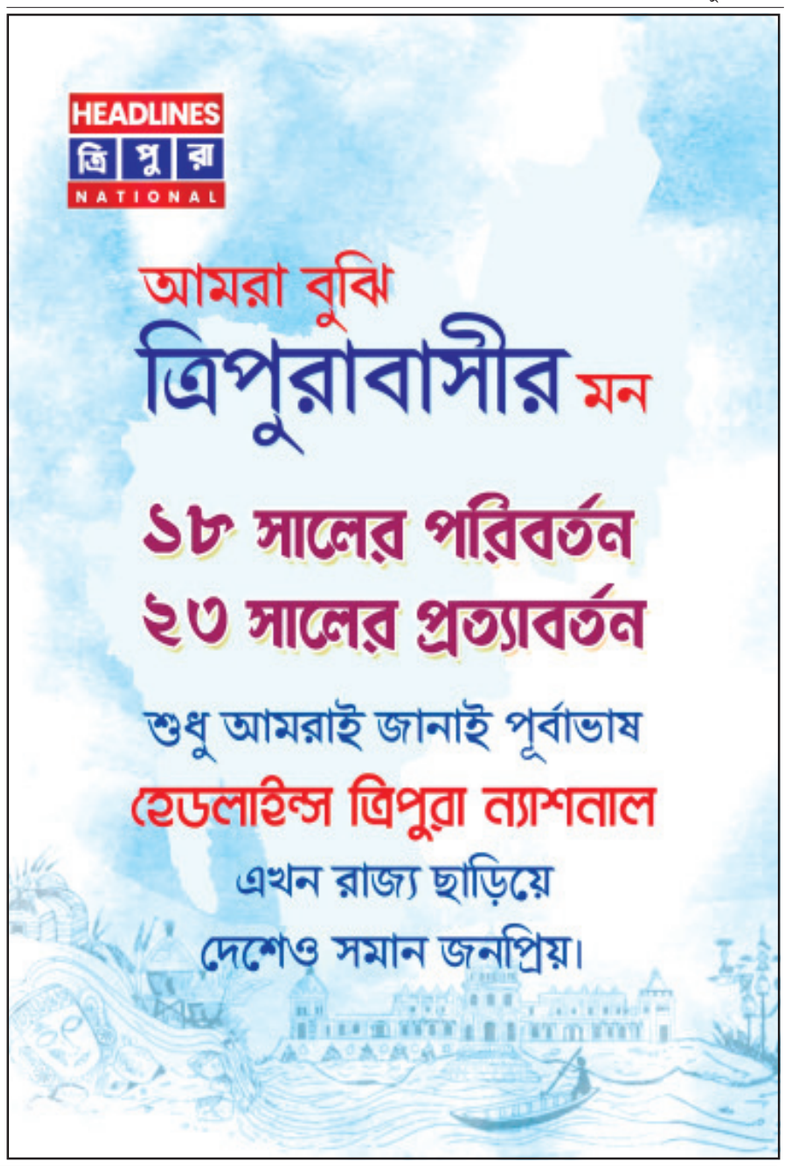

সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রত্যাশা নিয়ে শুরু হচ্ছে নতুন বছর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। বাংলা নববর্ষ। ১৪৩০ বঙ্গাব্দ। ক্যালেন্ডারের পাতায় আরো একটি বছর লিপিবদ্ধ হলো। ১৪২৯ এর শেষ আর ১৪৩০এর শুরু। জীবন খাতায় গাথা হয়ে রইলো গেল বছরে যাবতীয় হিসাব নিকাশ। দুঃখ যন্ত্রণা ভালবাসা আনন্দ মিশেই যে একটি বছরের শেষ আরো একটি বছরের পথ চলা। সুখ শান্তি সমৃদ্ধি এই প্রত্যাশা নিয়ে শুরু হবে নতুন বছর। কে বলতে পারে নতুন বছর কার জীবনে কি রকম হবে? তবু বছর আসে যায়। মানুষের সুখ দুঃখ ভালোবাসার মধ্যেই বছরকে যেমন বিদায় জানাতে হয় তেমনি নতুন বছর কেও স্বাগত জানাতে হয়। এটাই আমাদের পরম্পরা। আর এই পরম্পরা ধরেই চৈত্রের শেষ আর বৈশাখের আগমন।তাই নতুন বছরকে বা পয়লা বৈশাখকে স্বাগত জানাতে ব্যাস্ত সবাই। এক দফা

ঝাড় পোচ শেষ। দোকানিরা নতুন করে সিদ্ধিদাতা গণেশ কে প্রতিষ্ঠা করেছেন দোকানে। নতুন করে লেবু কাঁচা লঙ্কা মালা যেতে তার দুয়ারে লাগানো হয়েছে। ইঁদুরের ফোটা প্রতিটি দরজায় এবং ক্যাশ বাক্স রয়েছে। প্রতি বছরের মতো এবারও নববর্ষের সকালে ব্যবসায়িরা নতুন হাল খাতা নিয়ে লক্ষীনারায়ণ বাড়ি, সেন্ট্রাল রোড শিববাড়ি কৃষ্ণনগর মেহার কালীবাড়ি আনন্দময়ী আশ্রম ইন্দ্রনগর কালিবাড়ি সহ বিভিন্ন ঠাকুর মন্দিরে যাবেন। পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে লক্ষীনারায়ণ বাড়ি প্রাঙ্গনে মেলায় পসরা সাজিয়ে বসতে ইতিমধ্যেই ব্যবসায়িরা আয়োজন শুরু করে দিয়েছে।। অন্যদিকে নতুন বছরের আগমনকে কেন্দ্র করে শুক্রবার রাজ্যের প্রধান প্রধান বাজার গুলিতে এক প্রস্থ মহারাও শেষ হয়ে গেছে। ভুরিভোজের আয়োজনে প্রস্তুতি এখন ঘরে ঘরে। তবে তার আগে বাজারে পদ্মা ইলিশ আনতে ব্যস্ত দোকানীরা। কারণ পয়লা বৈশাখের সকালে বাজারে রূপালী ইলিশের সৌন্দর্য যাতে ক্রেতারা মুগ্ধ হন এইদিকেই চোখ ঘুরিয়ে দিতে ব্যস্ত মাছ ব্যবসায়ী। দাম যাই হোক না কেন। এমনটাই বললেন মহারাজ গঞ্জ বাজারের মৎস্য ব্যবসায়ী হরেন্দ্র দাস। তিনি বলেন এই সময়ে পদ্মার ইলিশ পেলেও রমজান মাসে কারণে বাংলাদেশ থেকে আনতে কিছুটা হলেও অসুবিধায় পড়তে হবে আমাদের। তবে বাঙালির পাতে ইলি শ চাই এই ইচ্ছা পূরণে ব্যস্ত এখন ব্যবসায়ীরা। তিনি বলেন দাম ১৬০০ থেকে ২ হাজার এক কিলো ওজনের ইলিশ কিনতে এমনটাই দাম হতে পারে তার ধারণা। তবে ইলিশের আমদানির উপরেই দাম নির্ভর করবে বলে তিনি জানান। এছাড়া মাংস ও মিষ্টির দোকান গুলিতে নববর্ষের সকাল থেকেই ক্রেতাদের ভিড় জমাবেন। তাই তার আগে প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছেন মিষ্টি ব্যবসায়ীরাও।

এদিকে আবহমানকাল ধরেই বাংলা ও বাঙালির চিরাচরিত বিভিন্ন ঐতিহ্যকে ধারণ করে আসছে চৈত্র সংক্রান্তিতে। পুরাতনকে বিদায় ও নতুন বর্ষকে বরণ করার জন্য বছরের এ দিনটিকে ঘিরে থাকে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন। পিছনে পড়ে থাকবে বাংলা ১৪২৯। শুরু হবে নতুন বছর ১৪৩০ বঙ্গাব্দ। চৈত্র সংক্রান্তিকে ঘিরে এখনও বাংলা ও বাঙালির চিরাচরিত ঐতিহ্য এবং পরম্পরা টিকে আছে। যার অন্যতম প্রধান উৎসব হচ্ছে চড়ক পুজো ও মেলা। এটি সনাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী লোক সংস্কৃতি ও লোক উৎসব মেতে উঠেন। পুরো চৈত্র মাস ধরে চলে শিবের গাজন। চৈত্রের শেষদিন চড়ক পুজোর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।